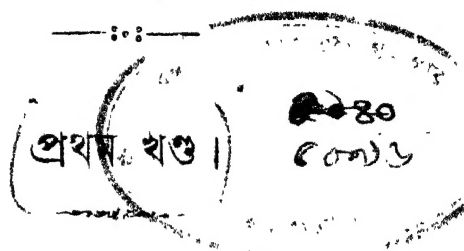


ভৈষজ্য-অনিমালিকা ।

অর্থাৎ যাবতীয় পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্কা
ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার
সরল পদ্য অনুবাদ ।)



কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত ।
প্রণীত ।

বাণী প্রেস

২৮ নং বাজারাম অক্কুরের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী কয়ডী কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

All rights reserved.

মূল্য ॥৮০ আনা মাত্র ।

উৎসর্গ ।

মালদহ—টাঁচোলের মহামান্য রাজা
শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী
বাহাদুরের করকমলে
এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড
গ্রন্থকার কর্তৃক
ভক্ত্যুপহার প্রদত্ত হইল ।

বিজ্ঞাপন ।

কাবিরাজি ঔষধগুলির মধ্যে পাচন, মুষ্টিযোগ এবং টোটকা ঔষধগুলিই যে সমধিক ফলপ্রদ সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । অনেক সময় বড় বড় ঔষধে যে কাজ না হয়, পাচন, মুষ্টিযোগ এবং সামান্য টোটকা দ্বারা সে কাজ অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে । পূর্বে সাধারণতঃ পাচন, মুষ্টিযোগ এবং টোটকা ঔষধ-গুলির প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় লোকে স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবী হইত । শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

সর্বৌষধেষু পাচন মুষিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।

যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং কৰোতি সত্বরম্ ॥

অর্থাৎ রোগীগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সহর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে, অত্যাশ্রিত ঔষধে তত শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হয় না ।

সেই জ্ঞান পাচন, মুষ্টিযোগ এবং টোটকা ঔষধের সমধিক প্রচলন উদ্দেশে মূল শ্লোক এবং তন্নিম্নে ছড়া পদ্য অনুবাদসহ এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম । এজ্ঞান ছড়াগুলি আমার ক্ষমতানুসারে সহজ ও সুললিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি । যাহাতে জীলোকেরা পর্য্যাপ্ত একবার পড়িলেই মনে রাখিতে পারেন । কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না ।

পুস্তকখানি আয়তনে বড় হইবে, সেই জ্ঞান একত্র সমস্ত প্রকাশ না করিয়া খণ্ডাকারে প্রকাশের বন্দোবস্ত করিলাম । আপাততঃ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল । ১য় ও ৩য় খণ্ড

ছাপা হইতেছে। আশা করি, ভগবানের রূপায় শীঘ্রই বাহির
করিতে পারিব।

পরিশেষে বক্তব্য, যদি এই পুস্তকখানি প্রকাশের
জন্ত সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলে
শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

রাণাঘাট। } শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।
১২ই ভাদ্র, ১৩২১।

সূচীপত্র ।

—*—

ভূরাধিকার—১ হইতে ৩২ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
বাতিক জ্বরে—কিরাতাদিঃ	১
পিত্তজ্বরে—যব পটোলম	২
„ পর্পটকাদিঃ	২
„ দাণ্ডা শর্করা	৩
কফজ্বরে—নিম্বাদিঃ	৩
গুড়ুচ্যাদিঃ	৪
বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিঃ	৫
ধন চন্দনাদিঃ	৬
মুস্তাদিঃ	৬
অমৃতাত্তিকঃ	৭
কণ্টকার্যাদিঃ	৮
পঞ্চকোলম্	৯
আরগুধাদিঃ—১ নং	৯
আরগুধাদিঃ—২ নং	১০
জুড়াদি	১১
দশমূলম্	১১
চতুর্দশাঙ্গঃ পাচনম্	১২
ভূনিম্বাচট্টাদশাঙ্গঃ	১৩

জের—সূচীপত্র ।

[অরাদ্ধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
বৃহৎ কটফলাদিঃ	১৪
কারবাাদিঃ	১৫
নিদিক্ষিকাদি—১ নং	১৬
নিদিক্ষিকাদি—২ নং	১৮
উশীরাদিঃ	১৯
পটোলাদিঃ	১৯
চাতুর্থকে—বাসাদিঃ	২০
মহাবলাদিঃ	২১
রাত্রিঅরে গুড়ুচাাদিঃ	২১
মুস্তাদিঃ	২২
মধুকাদিঃ	২৩
অন্নভাগাদিঃ	২৪
মধ্যভাগাদিঃ	২৪
বৃহত্তাগাদিঃ	২৫
দাস্তাদিঃ	২৬
দালাদিঃ	২৭
অথ মুষ্টিযোগ (১ হইতে ৬ নং)	২৯-৩২

জ্বরাতিসার—৩২ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা ।

হ্রীবেরাদিঃ	৩২
উশীরাদিঃ	৩৩
শুভদশমূল	৩৪

ଜେର—ମଫିପତ୍ର । [ଅରାତିସାର

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ।
ଞ୍ଜୁ ଚ୍ୟାଦି:	୭୪
ପଞ୍ଚମୂଲ୍ୟାଦି:	୭୫
ବୁହଂ ପଞ୍ଚମୂଲ୍ୟାଦି:	୭୬
ଧାନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି	୭୭
ବିଜ୍ଞ ପଞ୍ଚକମ୍	୭୮

ଅତିସାରାଧିକାର—୭୯ ହିତେ ୪୪ ପୃଷ୍ଠା ।

ଧାନ୍ୟପଞ୍ଚକମ୍	୭୯
କଞ୍ଚଟାଦି:	୮୦
କୁଟଜାଦି:	୮୦
ବଂସକାଦି:	୮୧
ଅଥ ନାଭିପ୍ରଲେପ:	୮୨
ଅଥ ଯୁଷ୍ଠିଯୋଗ ୨ ନଂ	୮୩
କୁଟଜ ଦାଢ଼ିମ କଷାୟ:	୮୪
ଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଣୁ	୮୪

ଅଥ ପ୍ରବାହିକାୟାମ—୮୫ ହିତେ ୪୭ ପୃଷ୍ଠା ।

ଯୁଷ୍ଠିଯୋଗ (୧ ହିତେ ୪ ନଂ)	୮୫-୮୭
---------------------------	-------

ଅର୍ଶ ରୋଗାଧିକାର--୮୭ ହିତେ ୫୩ ପୃଷ୍ଠା ।

ଚନ୍ଦନାଦି ପାଚନମ	୮୭
ଶୃଙ୍ଗବେର କାଥ:	୮୮
ଅଥ ଯୁଷ୍ଠିଯୋଗ (୧ ହିତେ ୧୦ ନଂ)	୮୯-୯୩

ভের—সচীপত্র ।

অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা—৫৪ হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
ধাতু নাগরম্	৫৪
নাগরাদি	৫৪
সৈন্ধবাদি চূর্ণম	৫৫

বিসৃচিকা চিকিৎসা—৫৬ হইতে ৫৭ পৃঃ ।

মৃষ্টিযোগ	৫৬
টোট্কা	৫৭

ক্রিমি চিকিৎসা—৫৮ হইতে ৬২ পৃঃ ।

মুস্তাদিঃ	৫৮
ধর্জ্জ্ব কাথঃ	৫৯
পলাশ যোগঃ	৫৯
মৃষ্টিযোগ (১ হইতে ৭ নং)	৬০-৬২

প্লীহ-যকৃদাধিকারঃ—৬৩ হইতে ৬৭ পৃঃ ।

রোহিতকাদিঃ	৬৩
শোভাজন কাথঃ	৬৩
মৃষ্টিযোগ (১ হইতে ৬ নং)	৬৪-৬৬
টোট্কা	৬৬-৬৭

পাণ্ডু-কামলা চিকিৎসা—৬৮ হইতে ৭১ পৃঃ ।

ফলত্রিকাদিঃ	৬৮
বাসাদি পাচনম্	৬৮

ভের—হুচীপত্র । [পাণ্ডু কামলা চিকিৎসা

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
মুষ্টিযোগ	৬৯
কয়েকটি টোটকা	৭০-৭১

উদর চিকিৎসা—৭১ হইতে ৭৩ পৃঃ ।

পুনর্নব্বাদি পাচনম্	৭১
পুনর্নব্বাষ্টক পাচনম্	৭২
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	৭৩

রক্তপিভাধিকার ৭৪ হইতে ৭৮ পৃঃ ।

বাসক যোগঃ	৭৪
বাসক কাথঃ	৭৪
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	৭৫-৭৮

যক্ষ্মা চিকিৎসা ৭৯ হইতে ৮২ পৃঃ ।

অখগন্ধাদিঃ	৭৯
ত্রয়োদশাঙ্গম্	৭৯
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	৮০ ৮২

কাস চিকিৎসা ৮৩ হইতে ৯০ পৃঃ ।

পঞ্চমূলী কাথ	৮৩
বলাদিঃ	৮৩
বাসাদিঃ	৮৪
পঞ্চকোলম্	৮৪
শৃঙ্গাদিঃ	৮৫
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	৮৬-৯০

ভের—হুচীপত্র ।

হিকান্বাসাধিকার: ৯১ হইতে ৯৯ পৃ: ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
রান্নাদি:	৯১
নাগর কাথ:	৯১
বিল্বাদি:	৯২
হরিদ্রাদি:	৯১
পিপ্পলাদি:	৯৩
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	৯৪-৯৯

স্বরভেদ চিকিৎসা ১০০ হইতে ১০১ পৃ: ।

কয়েকটি মুষ্টিযোগ	১০০-১০১
-------------------	---------

অরোচকাধিকার ১০১ হইতে ১০৪ পৃ: ।

রসাল।	১০১
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	১০২-১০৪

অথ চ্ছদি চিকিৎসা ১০৪ হইতে ১০৯ পৃ: ।

গুড়ুচাদি	১০৪
আম্রাস্থাদি	১০৫
কয়েকটি মুষ্টিযোগ	১০৬-১০৯

তৃষণা চিকিৎসা ১০৯ হইতে ১১০ পৃ: ।

ধান্যাক কাথ:	১০৯
কাশ্যার্য্যানি	১১০

অথ মূৰ্চ্ছাধিকার: ১১১ হইতে ১১৮ পৃ: ।

কয়েকটি মুষ্টিযোগ	১১১-১১৮
-------------------	---------

অপস্মার চিকিৎসা ১১৮ হইতে ১২০ পৃ: ।

কয়েকটি মুষ্টিযোগ	১১৮-১২০
-------------------	---------

প্রথম খণ্ডের হুচী সমাপ্ত ।

ভৈরবজ্য-মণিমালিকা ।

প্রথম খণ্ড ।

(১০৮) ৬

জ্বরাদিকার ।

—:~::~:~:—

অথ বাতিকজ্বরে—কিরাতাদিঃ ।

কিরাতাদি নৃতোদীচা বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ ।

সান্দ্রা কলসী বিধৈঃ কাথো বাতজ্বরাপহঃ ॥

(অন্বাদ)

বৃহতী, গুলক, কালা, চিরাতা,

কণ্টকারি, গোক্ষুর, শালপানি, নৃত .

চাকুলে, ভুট তাতে মিশাও,

উনিশ কুচ প্রত্যেকটি নাও :

দ্রব কর আধনের ভগে,

নামিয়ে নাও আধ পোয়া র'লে

এর নাম “কিরাতাদি ।”

বাতিক জ্বরের মহৌষধি ॥

অথ পিত্তজ্বরে—যব পটোলম্ ।

পটোল যবনিঃকাথো মধুনা মধুরী কৃতঃ ।

তীব্র পিত্তজ্বরামলী পানাতৃড় দাহনাশনঃ ॥

(অনুবাদ)

পলতা আর যব এক তোলা ক'রে,

সিদ্ধ কর জল আধ সেরে ।

আধ পোয়া থাক্তে নামিয়ে নাও,

আধ তোলা তা'র মধু মিশাও ।

“যব পটোল” নামটি এর ।

পিত্তজ্বরে প্রয়োগ ঢের ॥ ২

পর্পটকাদিঃ ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর বিনাশনঃ ।

কং পুনর্যদি যুক্ত্যেত চন্দ্রনোদীচ্য নাগৈঃ ॥

(অনুবাদ)

ছ'তোলা ক্লেংপাঁপড়া কুটে নিয়ে,

আধ সের জলে চড়িয়ে দিয়ে,

নামিয়ে নাও আধ পোয়া থাক্তে,

পিত্তজ্বরে দাও পান করতে ।

“পর্পটকাদি” এর নাম,

শিগ গির এতে হয় জ্বরের বিরাম ॥

অথবা—

ক্ষেপাঁপড়া, রক্তচন্দন, শুঁঠ, বালা,
প্রত্যেকটি নাও আধ্ আধ্ তোলা ।
আধসের জলে চড়িয়ে দাও,
আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে নাও ।
এরও নাম “পর্পটকাদি ।”
পিত্তজরের এটিও ঔষধি ॥ ৩

ধান্যশর্করা ।

ব্যষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃপীতং সশর্করং পুংসাম ।
অস্তর্দাহং শময়ত্য চিরাদূর প্রকটমপি ॥ ৪

(অনুবাদ)

ছ’ তোলা ধনে কূটে নিয়ে
আট তোলা জলে রাত্রে ভিজিয়ে
তার পর দিন চিনি ছ’ তোলা,
মিশিয়ে খেলে যায় গায়ের জ্বালা ॥ ৪

অথ কফজ্বরে—নিম্বাদিঃ ।

নিম্ব বিশ্বামৃতাদারু শঠী ভূনিম্ব পৌষ্করম ।
পিপ্পল্যো রুহতী চেতি কাথোহস্তিকফজ্বরম ॥ ৫

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, নিমের ছাল,
 শশী, দেবদারু, পিঁপুল কাল,
 চিরাতা, গজপিঁপুল, কণ্টকারি,
 কুড় তা'র সঙ্গে এক করি,
 উনিশ কুঁচ এক একটি নাও,
 আধ সের জলে জ্বাল দাও ;
 আধ পোয়া থাক্তে নামিছে নিয়ে,
 ছ'বারে খাও চুমুক দিয়ে ।
 “নিম্বাদি” পাচন এরে কয়,
 কফজ্বর এতে নষ্ট হয় ॥ ৫

গুড়ুচ্যাদিঃ ।

গুড়ুচি নিম্ব ধাত্বাকং পল্লকং রক্তচন্দনম্ ।
 এষ সর্কান্ জরান্ হন্তি গুড়ুচ্যাদিস্ত দীপনঃ ।
 রুক্ষাসারোচক চ্ছর্দি পিপাসা দাহনাশনঃ ॥ ৬

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, নিমছাল, পল্লকাষ্ঠ, ধনে,
 রক্তচন্দন নাও আটত্রিশ কুঁচ পরিমাণে ।
 আধ সের জল, শেষ আধ পোয়া,
 ছ'বারে খাও চুমুক দিয়া ।

সব রকম অর—বিশেষ দাহ থাকলে
শিগ্গির ঘাঘে আয়ুর্কেন্দ বলে ।
অরুচি, বমি ইথে যায়,
“গুরুচ্যাদি” নাম অগ্নি হয় ॥ ৬

বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদিঃ ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্ম নাগরেজবাসকম্ ।
অভয়াবধোদীচ্য পাঠাধাত্বাদ রোহিণী ।
কষায়ংপায়য়েদেতং পিঙ্গলীচূর্ণসংযুতম্ ।
কাসশ্বাস অরানহন্তি পিপাসা দাহ নাশনঃ ।
বিন্মূত্রা নিল বিষ্টম্ভে ত্রিদোষ প্রভবেহপিচ ॥ ৭

(অনুবাদ)

গুঁঠ, গুলঞ্চ, সোঁদাল, বালা,
হরালতা, আকনাদি হস্তুকীর খোলা,
ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন,
মুখা, কটকি—দাও গে ওজন,
চৌদ্দ কুঁচ তের ধান;
ভূষণ, দাহ ইথে যান ।
আধ সের জলে চ’ড়ায় দিও,
আধ পোয়া থাক্তে নামিয়ে নিও ।
পিঁপুল চূর্ণ চার আনা দিলে,
সন্নিপাতেও উপকার মিলে ।

“বৃহৎ শুভ্রচ্যাদি” এরে কয় ।

শ্বাস-কাসও নষ্ট হয় ॥ ৭

ঘন চন্দনাদিঃ ।

ঘন চন্দন পৰ্পটকং কটুতঃ মৃণালপটোল দলং জলম ।

শুভ শান্তিতাপ্তং পিত্তহরঃ অরুচির্দ্বি তৃষারুচি

দাহহরম্ ॥ ৮

(অনুবাদ)

রক্তচন্দন, কেওঁপাপড়া, কটকি, মুখা

বেণার মূল, বালা আর পলতা,

গাতাশ কুচ এক একটি নিয়ে,

আধ সের জলে চড়িয়ে দিয়ে,

আধ পোয়া থাকতে একটু চিনি মিশাও.

হৃৎগা, বমি থখন, তখন খাও ।

পিত্তজ্বর এতে বাবে,

“ঘন চন্দনাদি” নাম জান্বে ॥ ৮

মুস্তাদিঃ ।

মুস্ত পৰ্পটকোৎপল কিরাভোশীৰ চন্দনাৎ কর্ণঃ ।

শর্করখাচ ক্রিয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টকলঃ ॥ ৯

(অনুবাদ)

কেতপাঁপড়া, নিলোংপল, বেণারমুল, মুখা,
রক্তচন্দন আর তা'তে নেবে চিরাতা ।
বত্রিশ কুঁচ এক একটি করিবে ওজন,
আধ সের জলে, নামাবে আধ পোয়া যখন ।
আধ তোলা চিনি এতে মিশিয়ে খেলে,
পিত্তজ্বর নিশ্চয় যায়—“মুস্তাদি” বলে ॥ ৯

অমৃতাক্ষকঃ ।

গুড়, চীড়, যবারিষ্ট পটোলং কটুরোহিণী ।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতম ॥
অমৃতাক্ষক ইতোষ পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরাপহঃ ।
জ্বলাসারোচকচ্ছন্দ-পিপাসা দাহনাশনঃ ॥ ১০

(অনুবাদ)

কটুকি, ইন্দ্রযব, পটোল পাতা,
ওলক, নিমভাল, গুঁঠ, মুতা,
আর রক্তচন্দন তাতে দাও,
প্রত্যেকটি চার আনা নাও ।
সিদ্ধ কর আধ সের জলে,
আধ পোয়া থাকতে নামাও ঢেলে ।
আধ তোলা পিপ্পল চূর্ণ তার মিশিয়ে,
দু'বারে খাও চুগুক দিয়ে ।

পিত্ত শ্লেষ্মজ্বরের এটি পাচন ।

“অমৃতাস্তিক” এর নাম করণ ॥

তৃষ্ণা, দাহ নষ্ট করে ।

অরুচি, বমি সপ্তঃ হরে ॥ ১০

কণ্টকার্যাদিঃ ।

কণ্টকার্যমৃতভাগী-নাগরেন্দ্র যবাসকম্ ।

ভূনিষং চন্দনং মৃত্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥

কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্ ।

দাহ তৃষ্ণা রুচিচ্ছর্দি-কাসহং পার্শ্ব শূলভুং ॥ ১১

(অনুবাদ)

কণ্টকারি, গুলক, শুঠ, চিরাতা,

বামনহাটি, ইন্দ্রযব, দুর্লাভা, মূতা,

পটোল পত্র, কটুকি আর নেবে রক্তচন্দন,

সতের ধান দুই কুঁচ করিবে ওজন ।

আধ সের জল আর আধ পোয়া শেষ ;

পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বর যায় জানিবে বিশেষ ।

দাহ, তৃষ্ণা, বমি, কাশ, হৃদয়ে বেদনা.

“কণ্টকার্যাদি” কাণে নষ্ট কহে মুনিজনা ॥ ১১

পঞ্চকোলম্ ।

পিপ্ললী পিপ্ললী মূলং চব্যচিত্রক নাগরস্ ।

দীপনীযঃ শূতোবর্গঃ কফানিল গদাপহঃ ॥ ১২

(অনুবাদ)

পিপুল. পিপুল মূল, শুঠ, চিতা, চই,
সারে ছ' আনা পরিমাণে এক একটি লই,
আধ সের জলে জাল দিয়ে আধ পোয়া রাখ.
ছ' বারেতে খেয়ে নাও—আগে কিন্তু ছাঁক।
“পঞ্চকোল” নাম এর অগ্নি বৃদ্ধি করে।
সর্কবিধ কাস যায়—বাত শ্লেষ্ম হরে ॥ ১২

আরগ্ধাদিঃ—১ নং ।

আরগ্ধ গ্রন্থিকমুস্ততিভু, হরিতকীভিঃ কথিতঃ

কষায়ঃ ।

সামে সশূলে কফ বাতযুক্তে, জ্বরেহিতো দীপন

পাচনশ্চ ॥ ১৩

(অনুবাদ)

সোঁদাল ফলের শাঁদ, মুতা, হরিতকী
পিপুলের মূল আর লইবে কটকি ।
সারে ছ' আনা পরিমাণে এক একটি ওজন ।
আধ সের জলে রাখ আধ পোয়া যখন ।

বাত শ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট এই কাণে হয় ।

“আরগ্ধাদি” নাম এরে আয়ুর্বেদ কয় ॥ ১৩

আরগ্ধাদিঃ—২ নং ।

আরগ্ধ ফলং মূল্যং যষ্টীমধুক মেবচ ।

উশীরমভয়াচৈব হরিদ্রা দারু সাহস্রয়া ॥

পটোলং পিচু মর্দশ্চ গুড়ুচী কটুরোহিনী ।

এবাং পীতঃ কষায়ঃ শ্রাদ্ধাত পিত্তভবেজ্বরে ॥ ১৪

(অনুবাদ)

সৌদাল ফলের আটা, মূতা, হরিতকী,

যষ্টীমধু, বেণার মূল, হরিদ্রা, কটকি,

দারুহরিদ্রা, নিমছাল, পটোলের পাতা,

গাঁট বাদ দিযে আর নাঙ গুলঞ্চের লতা ।

সতের কুঁচ ছুই ধান এক একটি ওজন ।

আধ সের জলে রাখ, আধ পোয়া যখন ॥

বাতপিত্ত জ্বরের উপদ্রব শীঘ্র নষ্ট হয় ।

“আরগ্ধাদি” নাম এর আয়ুর্বেদ কয় ॥ ১৪

ক্ষুদ্রাদি ।

ক্ষুদ্রামৃতানাগর পুষ্করাহ্নয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ

কক্ষমারুতোদ্ভবে ।

সম্বাস কাসারুচি পার্শ্বকণ জ্বরে ত্রিদোষ

প্রভবে হপি শম্যতে ॥ ১৫

(অনুবাদ)

গুণক, শুঁঠ, কুড়, কণ্টকারি,

এক একটি নাও আধ আধ ভরি ।

শেষ আধ পোয়া, আধ সের জল.

বাত শ্লেষ্ম জ্বরে বড় ফল ।

“ক্ষুদ্রাদি” এর নামটি কয় ।

পার্শ্ব বেদনা দূর হয় ॥ ১৫

দশমূলম্ ।

বিষ গোণাক গাম্ভীরী-পাটলা গণিকারিকা

দীপনং কফবাতব্রং পঞ্চমূল মিদংমহং ॥

শালপর্ণী প্লিশির্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্ ।

বাতপিহাপহং বৃষ্টিং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥

উভয়ং দশমূলংহি সন্নিপাত জ্বরাপহম্ ।

কাসে শ্বাসে চ তজ্জয়াং পার্শ্বশূলে চ শম্যতে ।

পিপ্ললী চূর্ণ সংযুক্তং কণ্ঠ হৃদ গ্রহনাশনম্ ॥ ১৬

(অনুবাদ)

বেল, সোনা, গাভারী,
 পারুল ছাল আর গণিয়ারি,
 শালপানি, বৃহতী, চাকুলে,
 কণ্টকারী গোস্কুরের মূল তুলে,
 উনিশ রতি আর একটি ধান,
 কর সবার পরিমাণ ।
 আধ সের জল, আধ পোয়া শেষ,
 সরিষাত জ্বর হয় এতে বিশেষ ।
 শাস, কাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল,
 সব যায় এতে নাম “দশমূল ।”
 এর সঙ্গে আধ তোলা পিপ্পল চূর্ণ দিলে ।
 বাত শ্লেষ্ম জ্বরে বড় ফল মিলে ॥ ১৬

চতুর্দশাঙ্গ পাচনম্ ।

চিরজ্বরে বাতকোষে বা ত্রিদোষজে বা দশমূল
 মিশ্রঃ ।

কিরাত তিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্য শুদ্ধার্গনে বা ।

জ্বরতা বিমিশ্রঃ ॥ ১৭

(অনুবাদ)

দশমূলের সবগুলি আর চিরাতা,
 শুঠ, গুলঞ্চ আর মৃত্তা,

তের কুঁচ আর ধান তিনটি,
 ওজন ক'রবে এক একটি ।
 আধসের জল আর শেষ আধ পোয়া ;
 ছ'বারে খাবে অর্ধেক নিয়া ।
 বাতশ্লেষ আর সন্নিপাত,
 এতে জেন হয় নিপাত ।
 চিরজ্বরেও উপকারী ।
 “চতুর্দশাঙ্গ” নামটি এরি ॥
 দাস্তকরান যদি মত কর ।
 চাব আনা দিও তেউড়ীর শুঁড় ॥ ১৭

ভূনিষাণ্ঠাদশাঙ্গঃ ।

ভূনিষদারুদশমূল মহোষধাদ-
 তিত্তেদ্র বীজ ধনিকৈভকণা কষায়ঃ ।
 তদ্রা প্রলাপকমনারুচি দাহ মোহ-
 ষাসাদি যুক্ত মধিলং জ্বরমাণ্ডহস্তি ॥ ১৮

(অনুবাদ)

চিরাতা, দেবদারু, দশমূল,
 ধনে, ইন্দ্রযব, গজপিপুল,
 শুঁঠ, মুতা আর কটকি নিয়ে,
 দশ রতি আড়াই ধান ওজন দিবে,

আধসের জলে জ্বালে চড়াও,
 আধপোয়া থাক্তে নামিয়ে নাও ।
 সব রকম জ্বর এতে নাশ ।
 “ভূনিষ্মাত্তষ্টাদশাজ” নামে এটি প্রকাশ ॥
 তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস আর দাহ,
 অরুচি, ঝাঁস, ঘোচে মোহ ॥ ১৮

বৃহৎ কটকলাদিঃ ।

কট্ফলান্ন বচা পাঠা-পুষ্করাজাজি পর্পট্টৈঃ ।
 শৃঙ্গীকলিঙ্গধাত্যকং শঠী ভৃঙ্গ কণাহ্রয়ম্ ॥
 তিস্তাভয়ানু কৈরাতং ভার্গী রাম ঠকো বলা ।
 দশমূলী কণা মূল্য নিঃকাথ্য কাথ মুস্তমন্ ।
 হিঙ্গুদ্রুর্দকরসোপেতং সন্নিপাত বিনাশনম্ ।
 গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্ ॥
 কর্ণমূলোক্তবং শোথং হস্তাক্ষু মুখোময়ান ।
 কফ বাত জ্বরং কাসং তথাহস্তি শিরোগদান্ ।
 শিরোগুরুহং বাধির্ধ্যং নিহন্তি কফ
 বাতিকম্ ॥ ১৯

(অনুবাদ)

আকনাদি, কটফল, মুতা, বেড়েলা,
 কৃষ্ণজীরা, ক্ষেপাঁপড়া, হরিতকী, বালা,

শঠী, ভৃঙ্গরাজ, ধনে, চিরাতা, পিপ্পল,
 কুড়, কটকি, কাকড়া শৃঙ্গী, হিং, দশমূল ;
 ইন্দ্রযব, পিপ্পলমূল, বচ, বামনহাটি ;
 দু'রতি এক ধান এক একটি ।
 আধ সের জল, শেষ আধপোয়া রাখ ;
 ঠাণ্ডা হ'লে সবটুকু ভাল ক'রে ছাঁক ।
 একটু হিং আর আদার রস মিশিয়ে তাহাতে,
 দু'বার ক'রে পান করাও প্রবল সন্নিপাতে ।
 গলগণ্ড, গণ্ডমালা স্বরভঙ্গ রোগ ;
 কর্ণমূলের শোথ যায়—এমন ধারা যোগ ।
 গল রোগ, মুখরোগ, হস্তরোগ যায় ;
 বাত শ্লেষ্মা আর কাস সমুদায় ।
 শিরোরোগ, নাথাতার বাতশ্লেষ্মিক কালী,
 সব যায় এই কাথে—আয়ুর্কৈদের বলা ।
 “বৃহৎ কটকলাদি” নাম এর উৎকৃষ্ট পাচন ।
 সর্বদা ব্যবহার করে ইহা বিজ্ঞগণ ॥ ১১

কারব্যাদিঃ ।

কারবীপুষ্করৈরু—আয়ুর্জীনাগরামৃতঃ ।
 দশমূলী শঠী শৃঙ্গী—বাসভাগী পুনর্গবাঃ ॥

তুল্যা মূত্রেণ নিকাথ্য পীতাঃ

স্রোতাবিশোধনাঃ ।

অভিত্যাস জ্বরং ঘোরমাণ্ড্রস্তি সমুদ্রতম্ ॥ ১০

(অনুবাদ)

রুম্বজীরা, কুড়, ভুঁঠ, ভেরেণ্ডার মূল,
কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটি, শর্শী, দশমূল ;
হুরালতা, বলাড়ুম্বর, গুলক, পুনর্গবা,
সারে ন' কুঁচ ওজন করি এক একটি নিবা ।
সিদ্ধ কর ণ্ড্রাণ্ড্রণেতে আধ সের চোণা দিয়ে,
আধ পোয়া আছে দেখবে যখন—তখন
নামিয়ে নিয়ে,
স্রোতোশুদ্ধি ঘোরতর অভিত্যাস জ্বরে,
নিয়ম ক'রে খাওয়াইলে শীঘ্র দোষ হরে ।
“কারব্যাদি” নামে ইহা আছয়ে বিদিত,
তাহারে প্রণমি আমি বীর আবিষ্কৃত । ২০

নিদিক্শিকা—১ নং ।

নিদিক্শিকা নাগরকামৃতানাং কাথং পিবেন্মিশ্রিত
পিপ্পলীকম্ ।

জীর্ণজ্বরারোচক কাসশূল-খাসাগ্নিমান্দ্যাদিত
পীনসেষ ॥

হস্তার্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ন্তে নোপযুক্ত্যতে ।

এতদ্বাত্রিজ্বরে সায়মন্তথা প্রাতরিস্ত্যতে ।

পিত্তাবক্ষে সন্ত্যজ্য পিপ্লবীং প্রক্ষিপেন্মধু ॥ ১১

(অনুবাদ)

ভুঁট, গুলঞ্চ, কণ্টকারি,
এক একটি চৌষটি কুঁচে ওজন করি,
আধ সের জলে জ্বালে চাপিয়ে,
আধপোয়া থাকতে ছেকে নিয়ে,
পিঁপুলের গুড় সিকি ভারি,
তা'তে মিশিয়ে এক করি'
জীর্ণজ্বরে খেতে দাও,
দেখবে কত ফল পাও ।
অরুচি, অদিত, শূল, শ্বাস,
অগ্নিমান্দ্য, নানারোগ, যাবে কাস
নষ্ট হয় এতে উর্দ্ধগত রোগ,
সন্ধ্যাকালে খাও ইহা চক্রদত্তের যোগ
প্রাচীন বৈজ্ঞের মত রাত্রি জ্বরে,
সন্ধ্যায় খেও যত্ন ক'রে ।
কিস্তি অন্যক্ষেত্রে সকাল বেলা
খেও এ কাথ ক'রনা হেলা ।
পিত্ত প্রধান যদি থাকে,
মধু মিশাবে পিঁপুল রেখে ।

“ନିଦିଞ୍ଜିକାଦି” ନାମ ଏର ।

ଏର ଶୁଣେ ଜେନ ଡେର ॥ ୨୧

ନିଦିଞ୍ଜିକାଦିଃ—୨ ନଂ ।

ନିଦିଞ୍ଜିକାଗଣଃ ପଥ୍ୟା ତଥା ରୋହିତକୋମତଃ ।

କାଥଃ କୁହା ଶ୍ଳିପେତୁବ୍ର ଯବକ୍କାରଂ କଣାୟୁତମ୍ ।

ଏତସ୍ତ ପାନମାତ୍ରେଣ ପ୍ଳୀହଞ୍ଜର ବିଶାଶନମ୍ ॥ ୨୨

(ଅନୁବାଦ)

କାଳପାନି, ଚାକୁଲେ, ବୃହତୀ, ଗୋକ୍ମୁରୀ,
ହରିତକୀ, ରୋଡ଼ାଛାଳ ଆର କଣ୍ଟକାରି,
ସାତାଶ କୁଁଚ ଏକ ଧାନ ଏକ ଏକଟି ନାଓ,
ଆଧମ୍ବର ଜଳେ ଚାପିଯେ ଦିଅେ ଯୁହ୍ ଞ୍ଜାଳ ଦାଓ ।

ଆଧମ୍ବୋୟା ଥାକତେ ନାମିୟେ ନିୟେ,
ଯବକ୍କାର ଏକଟୁ ଆର ପିଂପୁଲ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦିୟେ,
ପ୍ଳୀହଞ୍ଜରେ ଦିନ କତକ ଖେଲେ
ପ୍ଳୀହା ଆର ଞ୍ଜର ଯାୟ ଗୋ ଫେଲେ ।

“ନିଦିଞ୍ଜିକାଦି” ନାମ ଏର ।

ସାତ ଆଟ ଦିନେଇ ଫଳ ଡେର । ୨୨

উশীরাদিঃ ।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ুচি ধান্য নাগরম্
অস্তসা কথিতং পেয়ং শর্করা মধু যোজিতন্ ।
অরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃণাদাহ সমন্বিতে ॥ ২৩

(অনুবাদ)

বেণার মূল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন,
ধনে, গুঠ—বত্রিশ কুঁচ এক একটি ওজন :
আধসের জল দিবে আধপোয়া শেষ,
তৃতীয়ক জ্বর হয় ইহাতে বিশেষ ।
“উশীরাদি” নামে ইহা আছে প্রচলিত,
বৈদ্য মধ্যে এ পাচন বিশেষ চলিত ॥ ২৩

পটোলাদিঃ ।

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকা শ্রামাকং ত্রিকলা বৃষম্ ।
কাথঃ ঐ লাহিকংহস্তি শর্করা মধুযোজিতঃ ॥ ২৪

(অনুবাদ)

নিমছাল, কিসমিস, পটোলের পাতা,
বাসক, বয়ড়া, আমলা, হস্তুকী, শ্রামলতা,
সিকি তোলা এক একটি, আধসের জলে,
সিদ্ধ ক’রে নামিয়ে ফেল আধপোয়া র’লে ।

চিনি আর মধু দিয়ে খাও এই কাথ,
 ঐকাহিক জ্বর এতে হইবে নিপাত ।
 কুইনাইন বেশী ক'রে খেয়ে থাক যদি,
 এ পাচন ব্যবস্থা কর নাম “পটোলাদি ।” : ৪

চাতুর্থকে বাসাদিঃ ।

বাসাধাত্মী স্থিরাদারু পথ্য। নাগর সার্থিতঃ ।
 সিতা মধুযুতঃ কাথচাতুর্থক বিনাশনঃ ॥ ২৫

(অনুবাদ)

শালপানি, দেবদারু আর আমলকী,
 বাসকছাল আর আঁটি ফেলে নাও হরিতকী ।
 বত্রিশ কুচ এক একটি ওজন কর এর,
 আধপোয়া থাকবে শেষ, জল আধসের ।
 ঠাণ্ডা হ'লে খেয়ে ফেল চিনি মধু দিয়ে,
 দিন কতকে চাতুর্থক জ্বর যাবে ছাড়িয়ে ।
 “চাতুর্থক বাসাদি কাথ” এর নাম হয়,
 পুরাকালে ঘনিজনে এই যোগ কর । ২৫

মহাবলাদিঃ ।

মহাবলামূল মহৌষধাভ্যাং কাথো নিহন্যাঽধ্বম

জ্বরংহি ।

শীতং সন্ধ্যাং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্বি ত্রিদিন

প্রয়োগাৎ ॥ ২৬

(অনুবাদ)

গোরক্ষ চাকুলের মূল এক ভরি,

এক ভরি শুঁঠ ওজন করি ।

আধসের জল, তা'র আধপোয়া শেষে

পান ক'রলে দেখবে দু'তিন দিবসে,

শীত, সন্ধ্যা দাহ—বিসম জ্বর,

পালিয়ে যাবে—যেন ঝড় ।

“মহাবলাদি” নাম এর,

আয়ুর্বেদ বলেন গুণ তের ॥ ২৬

রাত্রি জ্বরে—গুড়ূচ্যাদিঃ ।

গুড়ূচি মুক্ত ভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রাচ নাগরম্ ।

বিষাদি পঞ্চ মূলঞ্চ কটুকেন্দ্র যবাসকম্ ॥

নিশাভবং জ্বরং বাত কফপিত্ত সমুত্তবম্ ।

চিরোথং স্বপ্নজংহস্তি সন্ধ্যং মধুসংযুতম্ ॥

জীর্ণজ্বরারুচিখাস—কান-স্বপ্ন নাশনম্ ॥ ২৭

(অনুবাদ)

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মূতা, চিরাতা, আমলকী.
 গাস্তারি, দুর্লাভা, পারুল, কটকি,
 বেল, সোনা. ইন্দ্রযব আর কণ্টকারি,
 ভের কুঁচ তিন ধান—লও গণিয়ারি ।
 আধসের জলে দিয়ে রাখ আধপোয়া,
 ঠাণ্ডা হ'লে কস্টাইয়া লইবে ছাঁকিয়া ।
 পিঁপুল চূর্ণ মধু দিয়ে বাত পিত্ত জ্বরে,
 খাও এ কাথ আর খেও রাত্ৰিকালের জ্বরে ।
 “গুড়ুচ্যাদি” নাম এর জেন সুধীজন,
 ব্যবস্থা করে বিজ্ঞজনে যখন তখন । ১৭

মুস্তাদিঃ ।

মুস্তামলক গুড়ুচি বিষৌষধ কণ্টকারিকা কাথঃ ।
 পীতঃ সকাণাচূর্ণঃ সমধুর্কিষম জ্বরং হন্তি ॥ ১৮

(অনুবাদ)

মুখা, আমলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারি.
 আটত্রিশ কুঁচ এক ধান এক একটি ওজন করি ।
 আধসের জলে দিয়ে আধপোয়া র'লে,
 পিঁপুল চূর্ণ মধু দিয়ে মিশাইয়ে খেলে,

বিষম অর নষ্ট হয়—“মুক্তাদি” পাচন ।

বৈত মধ্য এ কাথের খুব প্রচলন ॥ ২৮

মধুকাদিঃ ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্য মুশীরকম্ ।

ছিন্নোক্তবং পটোলঞ্চ কাথ সমধুশর্করঃ ॥

অর মষ্টে বিধং হস্তি সন্ততাচ্চং সুদারুণম্ ।

বাতিকং পৈত্তিককৈব শৈশ্নয়িকং সন্নিপাতিকম্ । ২৯

(অনুবাদ)

বটমধু, রক্তচন্দন, আমলকী, মুতা,

ধনে, বেণা, গুলঞ্চ পটোলের পাতা,

সিকি ভরি এক একটির ওজন হইবে,

আধসের জল শেষ আধপোয়া রবে ।

চিনি মধু সহপানে অষ্টবিধ অর,

বিশেষতঃ সন্ততাদি ছাড়ায় সত্তর ।

“মধুকাদি” নামে ইহা আছে অভিহিত ।

ত্রিকালজ মুনিজনের ইহা আবিষ্কৃত । ২৯

স্বল্পভার্গ্যাদিঃ ।

ভার্গদ পৰ্পটক ধাতু যবাস বিশ্ব ভূনিম্ন কুষ্ঠকণ।

সিংহ মূতা কষায়ঃ ।

জীর্ণ জ্বরং সতত সন্ততকং নিহতাদন্তে দুষ্কং

সতৃণীয়ক চতুর্থকঞ্চ ॥ ৩০

(অনুবাদ)

বামনহাটি, ক্ষেপাঁপড়া, ছুরালভা, মূতা

রহণী, পিপুল, কড়, গুলঞ্চ, চিরাতা,

ধনে, গুঁঠ—এক একটি কর পরিমাণ.

সতেরটি কুঁচ আর দিয়ে দুটি ধান.

আদ্যসের জ্বলে জ্বাল, আদ্যপোষা শেষ.

সতত, সন্তত জ্বর ইহাতে বিশেষ ।

অণ্ডে দুষ্ক, তৃণীয়ক, চাতুর্থক জ্বর,

সর্কবিধ জীর্ণ জ্বর নিপাত সম্ভব ।

“স্বল্পভার্গাদি” জেনে রেখ এব অভিধান.

আগ্ন্যকেন্দ্র মুক্ত কর্ত্তে এর গুণ গান । ৩০

মধ্যভার্গ্যাদিঃ ।

ভার্গদ পৰ্পট পুষ্কর শৃঙ্গরেব পথ্যা

কণাহব দশমূল কৃতঃ কষায়ঃ ।

সন্তো নিহন্তি বিষমজ্বর সান্নিপাত

জীর্ণজ্বর শ্বয়খুণীতক বহিসাদান । ৩১

(অনুবাদ)

বামনহাটি, শুঁঠ, কুড়, ক্ষেপাঁপড়া, পিঁপুল.
 হরিতকী, মুখা, আর নাও দশমূল,
 এগার কুঁচ দেড় ধান এক একটি নাও,
 আধপোয়া রাখ জল, আধসের দাও ।
 জীর্ণ ও বিষম জ্বর আর সন্নিপাত,
 শোষ, শীত, অগ্নিমান্দ্য—সকলি নিপাত ।
 “মধ্য ভার্গাদি” এর নাম উৎকৃষ্ট পাচন ।
 ইহার প্রয়োগ হয় যখন তখন ॥ ৩০

বৃহদভার্গাদিঃ ।

ভার্গাপথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা ।
 অমৃত্য দশমূলঞ্চ নাগরং কাথয়েদ্ ভিষক ॥
 হস্তি ধাতুগতং সর্কং বহিঃস্থং শীত সংযুতম্ ।
 প্রীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ।
 এষ ভার্গাদিকো নামঃ সর্বজ্বর হরঃপরঃ ॥ ৩১

(অনুবাদ)

বামনহাটি, হরিতকী, কটকি, পিঁপুল.
 ক্ষেপাঁপড়া, কুড়, মুখা, শুঁঠ, দশমূল ;
 গুল্ম—গাঁট বাদ দিয়ে দশ কুঁচ ক’রে,
 ওজন ক’রবে এক একটি নিজি ঠিক ধ’রে ।

আধসের জলে আল দাও, শেষ আধপোয়া,
 দিনেতে ছ'বার খাবে অর্ধেক করিয়া ।
 বিষম বা ধাতুগত শীতযুক্ত অর,
 বহিঃস্থ বা মস্ততাদি পলাবে সত্তর ।
 মন্দাগ্নি অরুচি, প্লীহা ইথে নষ্ট হয়,
 বহুতের দোষ, গুল্ম, শোথ সমুদয় ।
 “বৃহৎ ভার্গাদি” নাম এর, গুণ অতিশয় ।
 সাত আট দিনে এর ফল হাতে হাতে হয় । ৩১

দাস্তাদিঃ ।

দাসী সারু কলিঙ্গি লোহিত লতা শ্রামাক

পাঠা শটী ।

শোভোশীর কিরাত কুঞ্জর কণা ত্রায়ন্তিকা পন্নকৈঃ ।
 বজ্রা ধাতুক নাগরা সরলৈঃ শিগ্রুদু সিংহী শিবাঃ ।
 ব্যাদী পর্পট দর্ভমূল কটু কানস্তানুতা পুষ্করৈঃ ॥ ৩২

(অনুবাদ)

দেবদারু, ইন্দ্রযব, ধনে, নীলবাঁটি,
 বেণার মূল, আকনাদি, মুখা, পিঁপুল, শটী.
 মঞ্জিষ্ঠা, গজপিঁপুল, কুড়, চিরাতা,
 পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গা, বালা, শ্রামালতা,
 সরলকাষ্ঠ, সজ্জিনাছাল, বৃহতী, হরিতকী,
 কটকারি, ক্ষেপাঁপড়া, গুলঞ্চ, কটকি,

বলালতা আর তুলে নাও কৃশমূল,
আট রতি ছুই ধান আর অনন্তমূল,
আধসের জলে জাল, আধপোয়া শেষ,
ধাতুগত বিষমজ্বর ইহাতে বিশেষ ।
ত্রিদোষ, দ্যাহিক আর ঐকাহিক জ্বরে,
ভৌতিক, দুঃসাধ্য জীর্ণে বড় ফল ধরে ।
কামজ, শোকজ, ক্রয়, বমিযুক্ত জ্বর,
সতত ও চাতুর্ধকের বিনাশ সত্ত্বর ।
“দাস্তাদি” পাচন নাম জানিয়া রাখিও ।
অবস্থা-বিশেষে ইহা ব্যাবস্থা করিও ॥ ৩৬

দার্বাদিঃ ।

দার্বী কলিঙ্গি মঞ্জিষ্ঠা বায়ীদারু গুড়চীক ।
ভূশাত্রী পর্পটংগ্রামা তগরং করি পিপ্পলী ॥
ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধির্নাগরং পদ্মকং শঠী ।
রামাটকষঃ সরলং ত্রায়মানাস্তি সন্ধিকম ॥
ভূনিম্বারুক্ষরং পাঠা কুশ কটুক রোহিণী ।
মাগধী ধাতুকং চেতি কাথং মধুযুতং পিবেৎ ॥
বাতিকং পৈস্তিকঞ্চাপি শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ।
দন্দজং বিষমং ঘোরং সত্ততাত্তং সুদারুণম্ ॥
অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ ।
সর্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথাচ দৈর্ঘ্য বাত্রিকম ॥

গ্রহণী বতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকাশলম্ ।
 শোথং হস্তান্তরা শোথং মন্দাগ্নিহ মরোচকম্ ॥
 শূলমষ্ট বিধং হস্তি প্রমেহানপিবিশতিম্ ।
 প্লীহান অগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্ ॥
 পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান সমস্তান্ বিবমজ্ঞরান ।
 তান্ সর্বান নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিদ্ভাশনির্যথা ॥ ৩৩

(অনুবাদ)

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মুখা, শ্যামালতা,
 কুড়, শুঠ, পদ্মকাষ্ঠ, ভেলা, বালালতা,
 হাড়ভাঙ্গা, নিমছাল, শুলঞ্চ, পিপ্পল,
 রামবাসক, আকনাদি, বৃহতী, কুশমূল,
 ক্ষেপাঁপড়া, গজপিপ্পল, ধনে, ভূম্যামলকী,
 কণ্টকারি, মঞ্জিষ্ঠা, চিরাতা, কটকি,
 তগরকাষ্ঠ, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, শঠী,
 আট রতি দুই ধান নেবে এক একটি,
 আধসের জলে জ্বাল, শেষ আধপোয়া,
 প্রতিদিন পান কর যধু মিশাইয়া ।
 বাতিক, পৈত্তিক আর সান্নিপাতিক জ্বর,
 শ্লেষ্মিক, দ্বন্দ্বজ সব—নাশয়ে সত্তর ।
 সততাতি বা অন্তঃস্থ ধাতুগত জ্বরে,
 বিষম ও দৈর্ঘ্যরাত্তিক—সব ইহা হরে ।
 শীতকম্প, দাহ, ঘর্ম্ম, কুশতা, গ্রহণী,
 কাস, শ্বাস, অতিসার, শোথ, মন্দাগ্নি,

কামলা, অরুচি, শোথ, অষ্টবিধ শূল,
প্লীহা, যক্ষ্ম, হলীমক. প্রমেহের মূল,
বজ্রাহত বৃক্ষবৎ ইহাতে পতন ।
দার্কাদি ইহার নাম কহে মুনিজন ॥ ৩৩

অথ মুষ্টিযোগ ।

(১ নং ।)

পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তঃ কাথস্থিন্ন কুহোন্তবঃ ।
জীর্ণজ্বরঃ কফধ্বংসী পঞ্চমূলী কৃতোহথা বা ॥

(অনুবাদ)

বেলছাল, সোনাছাল, পারুল, গণিরি,
আটত্রিশ কুঁচ এক ধান ফি টি ওজন কারি,
পিপুলের গুড় একটু ধানি তা'তে
মিশিয়ে নাও ।
জীর্ণ জ্বর আর কফ সারা'তে দিনকতক খাও ॥

[২ নং ।]

পিপ্পলী মধুসংমিশ্র গুড়চী স্বরসং পিবেৎ ।
জীর্ণজ্বর কফপ্লীহকাসারোচক নাশনম্ ॥

(অনুবাদ)

পিঁপুলের গুড় মধু গুলঞ্চর রস,
 খাইয়ে ক'রবে দিন কতকে জীর্ণজ্বর বশ ।
 কফ শ্রীহা আর অরুচি বড় ।
 তা'তেও ইহা ব্যবস্থা কর ॥

[৩ নং ।]

গুড়ুচী পর্পটং ভেকপনীচ হিলমোচিকা ।
 পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুগ্লুতঃ ।
 বাতপিত্ত জ্বরংহস্তি চিরোথমপি দারুণম্ ॥

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, কেকুপাঁপড়া, হিঞ্চেলতা,
 থুলকুড়ি আর পটোল পাতা,
 সমভাগে পুটপাকে দ্রব্ধকর,
 তা'র দু' তোলা আর মধু জানবে বড়,
 বাতপিত্ত জ্বরে উপকারী ।
 বহু দিনের হ'লেও যাবে ছাড়ি' ।

[৪ নং ।]

মধুনা সর্ব জ্বরহৃৎশেফালীদলজোরসঃ ।

(অনুবাদ)

সিউলির পাতার রস মধু এক করি,
খেলে, সব রকম জর যার ছাড়ি' ।

[৫ নং ।]

অজাজী গুড় সংযুক্তা বিষমজর নাশিনী ।
অগ্নিসাদংজয়েৎ সম্যক বাত রোগাংশচ নাশয়েৎ ॥

(অনুবাদ)

আকের গুড় আর কালজিরে,
চার আনা ভ'র ওজন করে,
বিষমজরে ক' দিন খাও,
বাত, অগ্নিমান্দ্য যদি সারাতে চাও ।

[৬ নং ।]

বসোনককং তিলতৈল মিশ্রং ঘোহপ্লাতি নিত্যং
বিষমজরার্ভঃ ।
বিমুচ্যতে সোহপ্য চিরাজরেণবাতমগ্নৈশ্চাপি
সুখোরুপৈঃ ॥

(অনুবাদ)

একতোলা তিলের তেল রশুন চার আনা,
 আহারের আগে খেলে বিষমজ্বর যায়,
 বাতের বেদনা ।

জ্বরাতিসার ।



হ্রীবেরাদিঃ ।

হ্রীবেরাত্তি বিষামূল্য বিদ্ব নাগর ধাতুকৈঃ ।
 পিবেৎ পিচ্ছাবিবদ্ধয়ং শূল দোষাম পাচনম্ ।
 সরভংহন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্ ॥

(অনুবাদ)

আতাইচ, বালা, গুঁঠ, ধনে,
 বত্রিশ কুঁচ পরিমাণে,
 মুখা, বেলগুঁঠ ঐরূপ নাও,
 আধসের জলে চাপিয়ে দাও,
 আধপোয়া থাকতে নামিয়ে নিয়ে,
 খাও দু'বারে চুষুক দিয়ে ।

অরতিসারের ভাল পাচন,
 “হ্রীবেরাদি” নাম করণ ।
 বলপিচ্ছিলতা দূরে যায়,
 বদ্ধতা ও শূল নষ্ট পায় ।
 রক্তাতিসারও এতে সারে ।
 ব্যবস্থা কর অর যুক্ত ও বিজরে । ১

উশীরাদিঃ ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যকং বিশ্ব ভেষজম্ ।
 সমস্তা ধাতকী লোভ্রং বিদ্ধং দীপন পাচনম্ ॥
 হস্ত্যরোচক পিচ্ছাম বিবন্ধং সাত্তি বেদনম্ ।
 সশোণিত মতিসারং সজ্জরং বাথ বিজরম ॥ ১

(অনুবাদ)

বেণারমূল বালা, ধনে, মুখা,
 ভুঁঠ, বেলভুঁঠ, বরাহক্রান্তা,
 ধাইকুল আর লোভ দিয়ে,
 একুশ কুঁচ এক ধান এক একটি নিয়ে,
 চড়িয়ে দাও আধসের জলে,
 নামিয়ে ফেল আধপোয়া র’লে,
 ছ’ চার দিন পান কর,
 অরতিসারে ভাল বড় ।

মলের পিচ্ছিলতা ভাল হয়,
 পেটের ব্যথা নষ্ট হয় ।
 বিবদ্ধভাব এতে সারে,
 ব্যবস্থা কর জ্বর ও বিজ্বরে ।
 রক্তাতিসার ও ভাল হয় ।
 “উশ্নীরাদি” এরে কর । ২

শুষ্ঠীদশমূল ।

দশমূলী কষায়েন বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ ।
 জ্বরে চৈব বাতিসারে চ সশোথে গ্রহণী সদে ॥ ৩

(অনুবাদ)

দশমূলে সিকি ভরি,
 ভুঁঠের গুঁড় এক করি,
 পানে সারবে জ্বর-অতিসার.
 শোথ সংযুক্ত গ্রহণী আর ।
 “শুষ্ঠী দশমূল” ইহার নাম ।
 জ্বরাতিসারে অতিরাম । ৩

গুড়চ্যাদিঃ ।

গুড়চ্যতি বিষাধাত্ত—শুষ্ঠী বিশ্বাক বালকৈঃ ।
 পাঠা ভূনিষ কুটজ—চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ ।

কষারঃ শীতলঃ পেয়ো অরাতিসার শাস্তয়ে ।

হল্লাসারোচকচ্ছর্দি-পিপাসা দাহনাশনঃ ॥ ৪

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, আতাইচ, ধনে, মুতা,
 শুঠ, ইন্দ্রযব, বালা, চিরাতা,
 বেণু, কুড়চি, রক্তচন্দন,
 আকনাদি, পদ্মকাষ্ঠ কর ওজন ।
 চৌদকুঁচ তিন ধান,
 এক একটির পরিমাণ ।
 জল আধসের আর আধপোয়া শেষ,
 অরাতিসারের এ পাচনে হয় বিশেষ ॥
 অরুচি, বমন-ইচ্ছা অথবা বমন,
 পিপাসা গায়ের জ্বালা হয় নিবারণ ।
 “গুড়ুচ্যাদি” নাম এর অতিশয় ফল ।
 এ পাচনে কেহ নাহি হয় গো বিফল ॥ ৫

পঞ্চমূল্যাদিঃ ।

পঞ্চমূলী বলা বিশ্ব গুড়ুচি নৃস্তনাগটৈঃ ।
 পাঠা ভূনিম্ব ত্রীবের-কুটজত্বক্ ফলৈঃ শৃতম্ ॥
 হস্তি সর্কানভীসারান্ অর দোষং বমিং তথা ।
 সশূলোপদ্রবং কাসং শ্বাসং হস্তাৎ সুদারুণম্ ॥

পঞ্চমূলীতু সামান্য্য বোজ্য্য পৈত্তে কণীয়সী ।

মহতী পঞ্চমূলীতু বাতশ্লেছাতুরে হিতা ॥ ৫

(অনুবাদ)

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, মুখা,

কণ্টকারি, বেলগুঠ, গুঠ চিরাতা,

আকনাদি, গোস্কুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা.

কুড়চি ছাল, ইন্দ্রযব আর নেবে বালা,

বার রতি চার ধান এক একটি ওজন,

আধসের জল, শেষ আধপোয়া যখন ।

সকল প্রকার অতিসার, জ্বর, শূল, শ্বাস.

উপদ্রব যায় ইথে বমি আর কাস ।

“পঞ্চমূল্যাদি” নামে ইহা আছে অভিহিত ।

ত্রিকালজ্ঞ মুনিদ্বারা জগতে বিদিত ॥ ৫

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদিঃ ।

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবের শৃঙ্গাট কঞ্চটং যনম্ ।

ভদ্রদাড়িম পত্রঞ্চ বলাবালং গুড়চিকা ॥

পাঠা বিষং সমঙ্গাচ কুটজত্বক্ ফলং তথা ।

ধাতুকং ধাতকী কাথং বিবা জীরক সংযুতম্ ॥

পিবৎ জ্বরাতিসারে চ সুরক্তে বাপ্যরক্তকে ।

অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যো সর্বরূপকে ॥ ৬

(অনুবাদ)

গুঁঠ, পানিফল, কাঁচড়াপাতা,
বিস্ব, সোনা, গুলঞ্চ, যুখা,
জামপাতা, আকনাদি, বালা, গনিরি,
দাড়িমপাতা, বেলগুঁঠ, পারুল, গাম্ভারী,
কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেড়েলার মূল,
বরাক্রান্তা আর নেবে ধনে ষাইফুল ;
নয় কুঁচ পরিমাণে এক একটি ওজন,
আধসের জল, শেষ আধপোয়া যখন ।
আতইচ আর জীরার গুঁড় চার আনা

এই কাথে,

ঠাণ্ডা হ'লে ভাল ক'রে হুঁবে মিণাতে ।
“বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি” নাম এর বড় উপকারী,
বাতৈশ্মিক অরাতিসারে ব্যবস্থা ইহারি । ৬

ধান্যশুষ্ঠী ।

ধন্যাকং বিশ্বংযুক্ত সামগ্রং বহির্দীপনম্ ।
বাতৈশ্মিক অরহরং শ্লাতিসার নাশনম্ ॥ ৭

(অনুবাদ)

গুঁঠের গুঁড় এক ভরি,
ধনেও ঐরূপ মিশাল করি,

আধসের জলে আধপোয়া কাথ
 অগ্নিকারক, শূল নিপাত ।
 বাতশ্লেষ্ম জ্বর অতিসারে,
 শিগ্গির এতে গুণ ধরে ।
 “বাথগুণী” নামে খ্যাত ।
 বৈদ্যমধ্যে প্রচলিত । ৭

বিদ্যপঞ্চকম্ ।

শালপণী, পুষ্টিপণী বলা বিদ্যং সদাভিগম্ ।
 বিদ্যপঞ্চক মিত্যেতৎ কাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ।
 অতীসারে জ্বরেচ্ছন্দ্যাং শস্ত্রে বিদ্যপঞ্চকম্ ॥ ৮

(অনুবাদ)

চাকুলে, বেড়োলা, শালপানি,
 দাড়িম ফলের খোসা আর বেল-শুকনা জানি,
 আট রতি এক ধান,
 কর সবার পরিমাণ ;
 আধসের জল, শেষ আধ পো,
 পানিকঙ্কণ নাবিয়ে ধো ;
 বাত হলে জ্বর অতিসারে,
 শেলেপরে বহিসারে ।
 “বিদ্যপঞ্চকম্” নাম এর ।
 এর গুণ জেনো ঢের । ৮

অতিসারাম্বিকার ।

ধান্য পঞ্চকম্ ।

ধাতুকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেবচ ।

আমশূল বিবন্ধরং পাচনং বহি দীপনম্ ।

উদং ধাতুচতুষ্কং স্ম্যৎ পৈপ্তৈশ্চুড়িৎ বিনা পুনঃ ॥ ১

(অন্ন, বাদ)

বেলশুঠ, বাল্য, পনেব চাঁল,

মুপা আর নাও শুঠ--বাল ;

আটত্রিশ কুঁচ এক ধান,

এক একটির পরিমাণ ।

জল আধসের, আধপোয়া শেষ,

মধু মিশিয়ে থাকে বেশ ।

আমশূল আর আম বন্ধের কষ্ট,

দোষ পরিপাক হ'য়ে হয় গো নষ্ট ।

অগ্নি প্রদীপ্ত ইথে হয় ।

“ধাতুপঞ্চক” এর কয় । ১

কঞ্চটাদিঃ ।

কঞ্চট দাড়িমজম্বু শৃঙ্গাটক পত্র হ্রীবেরম্ ।

জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি বেপিনীং

রুক্ম্যাং ॥ ২

(অনুবাদ)

কাঁচড়াপাতা, দাড়িমপাতা, পানফলের পাতা,

জামের পাতা, গুঁঠ, বালা, আর নেবে মৃতা ।

ওজন কর সাতাশ কুঁচ দু'টি ধান দিয়ে,

আধসের জলে নামিয়ে রাখ আধপোষা নিয়ে ।

অতি বেগবান অতীসার এতে নষ্ট হয় ।

“কঞ্চটাদি” এর নাম মুণিজনে কর । ২

কুটজাদিঃ ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্ ।

লোপ্র চন্দনং পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনাপিবেৎ ।

সামে সশলে রক্তাদি—সর্কাসিসার নাশনম্ ॥ ৩

(অনুবাদ)

বেলগুঁঠ, বালা, রক্তচন্দন,

মুগা, কুড়চি কর ওজন,

ধাইফুল, আকনাদি, লোধ, উল্লম্ব,

দাড়িমফলের নাও পোষা সব,

একশ কুঁচ একটি ধান,
প্রত্যেকটির পরিমাণ,
আধসের জল আর আধপোয়া শেষ,
মধু দিয়ে খেলে নিশ্চয় বিশেষ ।
রক্তশূল আর আমশূল,
মল-পিচ্ছিলতার বায় মূল,
সব রকম অতিসার ভাল হয় ।
“কুটজাদি” নামটি কয় । ৩

বৎসকাদিঃ ।

সবৎসকঃ সাতবিধঃ সবিস্ত্র সোদীচ্য মুস্তশ্চ
কৃত কথায়ঃ ।

সামে সশূলে সহ শোণিতে চ চির প্রবৃত্তেহপি
হিতোহতিসারে ॥ ৪

(অনুবাদ)

বেলগুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব,
আতাইচ, মুথা—নাও সব,
আটত্রিশ কুঁচ আর এক ধান দিয়ে,
ওজন কর বেশ করিয়ে ।
আধসের জলের আধপোয়া রাখ,
কস্টে নিয়ে কাথ ছাঁক ।

ছ' চার দিন খেলে পরে,
বহুকালের অতিসার সারে ।
আমশূল, রক্ত নিবৃত্তি হয় ।
“বৎসকাদি” নাম শাস্ত্রে কয় । ৪

অথ নাভি প্রলেপঃ ।

আম্রশ্মবক্লগং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ ।
নাভিং সংলেপয়েৎ তেন কন্ধেন মতিমান ভিষক
নদৌবেগোপমং ঘোরমতিসারং নিবারয়েৎ ॥ ১

(অনুবাদ)

আমের ছাল আর কাঁজি বেটে,
প্রলেপ যদি দাও গো পেটে,
ঘোরতর অতিসার ভাল হয় ।
এ কথা কভু মিথ্যা নয় । ১

তথা জাতীফলং পিষ্ট্ৱা নাভৌ দস্তাৎ প্রলেপনম্
দুর্নিবারমতীসারং বারয়ত্য নিবারিতম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

জায়ফল বেটে নাই উপরে,
প্রলেপ দেবে পুরু ক'রে ;

প্রবল অতিসার ঠিক সারবে ।

হাতে হাতে ফল দেখ্বে । ২

অথ মুষ্টিযোগ ।

বিষ চ্চতাস্তি নির্যুহ পীতঃ সক্ষৌদ্র শর্করঃ ।

নিহত্যাচ্ছদ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহতিম্ ॥ ১

(অনুবাদ)

আমের কেশী আর বেলগুঁঠ নিয়ে,

এক এক তোলা ওজন দিবে,

আধসের জল, তা'র আধ পো রাখ,

ভাল নেকড়ায় কাপ ছাঁক,

মধু চিনি দিয়ে খাও ।

অতীসারের বমি যদি ঘূচাতে চাও । ১

পটোল যবধত্বাক কাথঃ পেয়ঃ সূশীতলঃ ।

শর্করামধুসংযুক্তাচ্ছদ্যতীসার নাশনঃ ॥ ২

(অনুবাদ)

পলতা, যব আর ধনে,

প্রত্যেকটি চৌষটি কুঁচ ওজনে,

আধসের জল আর আধপোয়া শেষ

অতিসারের বমি হরে বিশেষ ॥ ২

কুটজদাড়িমকষায়ঃ ।

কষায়ো মধুনা পীতস্বচো দাড়িম বৎসকাৎ ।

সন্তোজয়েদতীসারং সরক্ত ছুনিবারকম্ ॥ ৩

(অনুবাদ)

দাড়িমফলের খোসা,

কুড়চির মূল পেয়া,

এক এক তোলা ক'রে নিয়ে,

আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,

আধপো থাক্তে নামিয়ে নাও,

মধু দিয়ে রক্ত অতিসারে খাও । ৩

গুড়বিল্বম্ ।

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসার নাশনম্ ।

আমশূলং বিবন্ধয়ং কুক্ষিরোগ বিনাশনম্ ॥ ৪

(অনুবাদ)

কচি বেল পোড়া আকের গুড় ।

খেলে আমশূল হয় দূর ॥

জ্যেষ্ঠাস্থনাতুল্লীযং পীতকমসিতামধু । ৫

(অনুবাদ)

কাঁটানটের মূল চালনি জলে ।

রক্তাতিসার সারে বেটে খেলে । ৫

বিস্বং ছাগপয়ঃ সিদ্ধং সিতা মোচরসাবিতম্ ।
কলিঙ্গচূর্ণ সংযুক্তং রক্তাতীসার নাশনম্ ॥ ৬

(অনুবাদ)

বেলগুঁঠ, ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ জল,
অতীসারে বড় ফল ।
কিস্ত চিনি, মোচরস, ইন্দ্রযব,
মিশিও আধ্ আধ্ তোলা সব ।
বেল গুঁঠের ওজন দুইভরি.
ছাগদুগ্ধ আটগুণ ধরি,
জলটা দিও দু'সের নিয়ে ।
চুখটুকু রেখে নাও নামিয়ে ।
রক্তাতীসারে উপকার বড় ।
বুদ্ধিমান, এ যোগ পব । ৬

অথ প্রবাহিকায়াম্ ।

—:~:~:~:—

মুষ্টি যোগ ।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিল্ব ভেষজম্ ।
লিহ্যাদ বাতে প্রতিহতে গশলঃ সপ্রবাহিকঃ । ১

(অনুবাদ)

কচি বেলের শাঁস, ইক্ষু গুড়,
 তিলের তেল, গুঠ, পিঁপুল চূর,
 সমান ভাগে সব গুলি নাও,
 পেট বেদনা বৃদ্ধ আমাশয়ে দাও ।
 দূষিত বায়ু যাবে আপন পথে ।
 ফল দেখবে হাতে হাতে ॥ ১

পয়সা পিঙ্গলী কক্কঃ পৌতোবা মরিচোদ্ধবঃ ।
 দ্যাহাং প্রবাহিকাং হস্তি চিরকালানুবন্ধিনীম ॥ ২

(অনুবাদ)

ছাগলের দুধ আধ পো নিয়ে
 পিঁপুল বাটা চার আনা দিয়ে ।
 মরিচ বাটা আর চার আনা,
 খেলে,—আমাশয়ের যায় বেদনা ।
 তিনটি দিনে উপকার জেন' ।
 বহু পুরাণ হো'ক না কেন । ১

কক্কঃস্যাদ্ বালপিদ্বানাং তিলকক্কশ্চ তৎসমঃ
 দধঃ সরোহমঃ মেহাত্যঃ খজোহস্তাং প্রবাহিকাম্ ॥ ৩

(অনুবাদ)

কচি বেলের শাঁস সিকি ভ'র,
 সিকি ভরি দধের সর,

তুষ বিহীন তিল সিকি ভরি,
চার আনা তিলের তেল এক করি' -
মিশিয়ে খেলে আমাশয় ।
শিগ্গির শিগ্গির ভাল হয় ॥ ৩

দগ্ধা সমারেণ সমাক্ষিকে ভূজীত নিশ্চারক পীড়িতস্ত ।
সুতন্ত্ৰ কুপ্যকথিতেন বাপি কীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন ॥৪

(অনুবাদ)

ছাগলের দুধ আর মধু
ভামার পাত্রে সিদ্ধ শুধু
আমাশয়ে উপকারী
যেন এটি টোটকা ভারি । ৪

অর্শো রোগাধিকারঃ ।

—:~:—

চন্দনাদি পাচনম্ ।

চন্দন কিরাত তিক্তক ধন যবাসাঃ সনাগরাঃ কথিতাঃ
রক্তার্শসাং প্রশমনা দাক্ষিণ্যশীরা নিষাচ ॥ ১

(অনুবাদ)

রক্তচন্দন, ছুরালভা, নাওগে যুতা,
তা'র সঙ্গে আর নাও চিরাভা,

আধ আধ তোলা সবগুলি হ'বে,
 আধ সের জল, তা'র আধ পোয়া র'বে ।
 দু'টি বেলা এই কাথ খাও,
 রক্ত অর্শ যদি সারা'তে চাও ।

অথবা—দারুহরিদ্রা, দারুচিনি,
 বেণারমূল আর নিমছাল আনি'
 আধ আধ তোলা আগের মত,
 কাথ ক'রে খাও দিন কত ।
 “চন্দনাদি” নাম এদের স্তর ।
 নিও যে'টি মনে লয় ॥ ১

শৃঙ্গবের কাথঃ ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্য কাথো নিত্যোপ যোগিকঃ ॥ ২

(অনুবাদ)

শু'ঠ দু'তোলা আধ সের জল,
 আধ পো' নামিয়ে কর শীতল ।
 কফজ-অর্শ আছে যা'র.
 নিত্য খাওয়া ব্যবস্থা তা'র ॥ ২

অথ মুষ্টিযোগ ।

মূক্ কীরং রজনীমুক্তং লেপাদুনাম নাশনম্ ।
কোষাতকী রজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ ॥ ১

(অনুবাদ)

- মনসা সিঞ্জেয় কীর, হৃদ গুড়,
ভাল ক'রে মিশাল ক'র,
অর্শের বলিতে প্রলেপ দাও,
অধুর যদি মিলা'তে চাও ॥
কিঞ্চা ঘোষা ফলের গুড় নিয়ে
ঘস্লে পরে যায় খসিয়ে ॥ ১

অর্ককীরং মূহী কীরং তিত্ত তুষ্যাশ্চ পল্লবাঃ ।
করঞ্জো বস্তুমুত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

ডহরকরঞ্জের ছাল, আকন্দের আটা,
সিঞ্জেয়কীর আর তিত্ লাউ পাতা বাটা, ৩
ছাগমুত্র সমান মাপে ।
বলির উপর দিও লেপে ॥ ২

অর্শোগ্রী গুদজা বর্তি গুড় ঘোষাফলোদ্ভবা ।
জ্যোৎস্নিকামূলকেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ ॥ ৩

(অনুবাদ)

জলে শুলে আকের গুড়
 তা'তে ঘোসা ফলের চূর ।
 মিশাল ক'রে অগ্নি জ্বালে
 বাতি প্রস্তুত ক'রবে ফেলে,
 এই বাতি গৃহ দেশে,
 দিলে অর্শের ফল দর্শে ।
 কিস্বা শুধু ঘোষা লতার মূল লেপ দিলে ।
 রক্ত অর্শে ফল মিলে ॥ ৩

বিড়্ বিবক্কে হিতং তক্রং যমানী বিড়্ সংযুতম্ ।
 বাত শ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভৈষজম্ ॥
 তৎ প্রয়োজ্যং যথা দোষং সম্বেহং কৃষ্ণমেব চ ।
 ন বিরোহস্তি গুদজাঃ পুনস্তত্র সমাহিতাঃ ॥৪

(অনুবাদ)

অর্শ রোগীর মল বদ্ধ হ'লে
 যোগ্যান, বিটলুন বেটে ঘোলে,
 খেতে দিও বড় উপকার,
 একবার খেলে হ'বে না আর ।
 বাত শ্লেষ্ম—অর্শ রোগে
 ঘোলই ওষু সবার আগে ।
 বায়ুযুক্ত অর্শ যা'র
 মাখন শুদ্ধ ঘোল উপকার তা'র ।

শ্লেষ্ম জন্ম অর্শ হ'লে ।
মাধন টুকু নিও তুলে ॥ ৪

পিত্তশ্লেষ্ম প্রশমনী কচ্ছু ক'ণ্ড রুজাপহা ।
গুদজাল্লাশয়ত্যাগ যোজিতা সগুড়াভয়া ॥ ৫

(অনুবাদ)

হরিতকীর চূর
দাও তা'তে গুড়,
এক সঙ্গে সেবন কর,
পিত্তশ্লেষ্ম অর্শে ফল বড় ।
কচ্ছু, ক'ণ্ড আর বেদনা ।
অর্শের যায় সব যাতনা ॥ ৫

সগুড়াং পিপ্পলী যুক্তাং স্ততভূষ্টাং হরিতকীম্ ।
ত্রিবৃন্দন্তী যুতাং বাপিভক্ষয়েদাশু লোমিকীম্ ॥ ৬

(অনুবাদ)

পিপ্পল চূর্ণ, আকের গুড়,
ঘিয়ে ভাজা হতুকীর চূর,
কিষ্কা—তেউড়ীর চূর আর দস্তীর চূর,
আর তা'তে দাও আকের গুড়,
দিন কতক যদি সেবন কর,
বায়ু ও পিত্ত অর্শে ফল বড় ॥ ৬

গোমূত্রাধ্যুষিতাং দদ্যাং সগুড়াং বা হরিতকীম্ ।
পঞ্চকোল যুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ৭

(অনুবাদ)

হরিতকী সিদ্ধ চোণা দিয়ে
আকের গুড় মিশিয়ে নিয়ে,
কিস্মা—চৈ, চিতা, শুঁঠ, পিঁপুলমূল,
আকের গুড় আর পিঁপুল,
ঘোলের সহিত মিশিয়ে খেলে ।
সব রকম অর্শে সুফল মিলে ॥ ৭

মুল্লিগুং শোরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ ।
দত্বাং সতৈল লবণৈঃ ছূর্ণান্নাং বিনিবৃত্তয়ে ॥ ৮

(অনুবাদ)

ওল মাটিতে লেপ দিয়ে,
পুটপাকের ছায় আগুন নিয়ে,
পাক ক'রে তা'র তৈল-লবণ ।
মিশিয়ে খেলে অর্শ নিবারণ ॥ ৮

শ্লিষ্মং বার্তাকু ফলং ঘোষায়াঃ ক্ষার জেন সলিলেন
তদ্ যত কৃষ্টং যুক্তং গুড়েনাতৃপ্তি তো যোহতি ।
পিবতিচ ল্যনং তক্রং তস্মাশ্বেবাতি বৃদ্ধ গুদজানি
যাস্তি বিনাশং পুং সাং সহজান্যপি সপ্ত রাত্রেণ ॥ ৯

(অনুবাদ)

ধোষালতার ক্ষার অন্তর্ধূমে
দগ্ধ কর ঠিক নিয়মে,
হু'গুণ জলে ঐ ক্ষার গুল,
একুশ বার ছেঁকে ফেল,
তা'র পর ঐ ক্ষারের জলে
বেগুন একটা সিদ্ধ হ'লে
সেই বেগুনটা ভেজে ঘিয়ে
আকের গুড়ে মিশিয়ে নিয়ে,
খেয়ে কর ঘোল পান ।
অতি বড় অর্শ যান ॥ ৯

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চং শীত বার্য্যম্ ।
খাদতোহর্শাংসি নশ্চন্তি দ্বিজদ্যার্ট্যঙ্গ পুষ্টিদম্ ॥ ১০

(অনুবাদ)

কালতিল খেয়ে ঠাণ্ডাজল
খেলে অর্শে বড় ফল ।
দাতের মাড়ি ভাল হয় ।
শরীর ফুলে—শাস্ত্রে কয় ॥ ১০

অগ্নিমান্দিয়াদি-চিকিৎসা ।

—••:•:•—

ধান্যনাগরম্ ।

ধান্যনাগর সিদ্ধং বা ত্র্যয়ংদণ্ডাদ্ বিচক্ষণঃ ।
আমাজীর্ণ প্রশমনং শূলয়ং বস্তি শোধনম্ ॥ ১

(অনুবাদ)

ধনে, শুঠ, এক এক ভরি,
আধসের জলে কাথ করি,
আধপোয়া থাক্তে নামিয়ে নিরে,
দিন কতক খাও চুমুক দিয়ে ।
দূর হ'য়ে যায় কষ্ট শূল ;
ঘোচে আম-অজীর্ণের মূল ।
“ধান্য-নাগর” এরে বলে ।
মূত্রাশয়ের রোগেও ফল মিলে । ১

নাগরাদি ।

বিশ্বাভয়া গুড়ুচীনাং কষায়ৈণ ষড়্ ষণম্ ।
পিবৎ শ্লেষ্মপি মন্দেহর্যৌ ত্বকপত্র সুরভীকৃতম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

গুঁঠ, হস্তুকী, গুলঞ্চ নিয়ে,
 এক একটি চৌষটি কুঁচ ওজন দিয়ে,
 আধসের জলের আধ পো রাখ,
 ভাল ক'রে ন্যাকড়ায় ছাঁক ;
 তা'রপর সেই কাথ উপরে,
 পিঁপুল, পিঁপুলমূল গুঁড় ক'রে,
 আর চই, চিতা, গুঁঠের গুঁড়,
 নরিচ ও একটু মিশাল কর,
 আরও দাও তাতে দারুচিনি,
 আরও একটু তেজপাতা আনি,
 অগ্নিমান্দ্য—শ্লেষ্মাজত্র,
 এটি খেলে তা'তে ষষ্ঠ ।
 “নাগরাদি” এর কয় ।
 এর গুণ অতিশয় । ২

সৈন্ধবাদিচূর্ণম্ ।

সিদ্ধুথ পথ্যা মগধোদ্ভব বহিচূর্ণ মৃষ্টানুনা
 পিবতী যঃ খলু নষ্টবহি ।
 তস্মামিষেণ সম্বতেন বরং নবান্নং ভক্ষ্যৈভবত্য-
 শিতমাত্রমিহক্ষণেন ॥ ৩

সৈন্ধবমুন আর হতু কী নিয়ে,
 পিপ্পল, চিতা তা'তে দিয়ে,
 গরমজলে সেবন কর ।
 অগ্নিরুদ্ধি হবে বড় ।
 ঘিয়ে ভাজা মাছ নিয়ে,
 নুতন চালের ভাত দিয়ে,
 খেলেও তখনি জীর্ণ হয় ।
 এ ওষুধের ফল এমনি কয় ॥ ৩

বিস্মৃতিকা-চিকিৎসা ।

(ওলাউঠা)

মুষ্টিযোগঃ ।

একপত্ররান্না গুরু শিগ্রু কুষ্ঠে রস প্রপিতৈঃ সবচা
 শতাবৈঃ ।

উদ্বর্তনং খল্লীবিস্মৃতিকায়ং তৈলং বিপকঞ্চ
 তদর্থক্যরি ॥ ১

(অনুবাদ)

দারুচিনি, তেজপাতা, গুলুফা রস্মা,
অগুরু, কুড়, বচ, সজিনা,
সমানভাগে কাঁজি দিয়ে,
ভাল ক'রে বেটে নিয়ে,
মর্দন কর বিসৃচিকায়,
শাস্ত্রে বলে এতে রোগ যায় । ১

[টোটকা]

আধতোলা হলুদের গুঁড়,
জলে গুলে মিশাল কর,
একবারেতে খাইয়ে দাও,
বমি হ'লে আর একবার নাও ।
এবারেও যদি বমি হয় ।
তবে তার আর আশা নয় । ২

ক্রিমি-চিকিৎসা ।

—:~::~:~:—

মুস্তাদিঃ ।

মুস্তাখুপর্ণী ফলদারুণিগ্রু কাথঃ সক্রমণ ক্রিমি

শত্রুকল্পঃ ।

মার্গদ্বয়েনাপি চির প্রবৃত্তান্ ক্রিমীন নিহত্যাৎ

ক্রিমিজাংষ্ট রোগান্ ॥ ১

(অনুবাদ)

মুখা, বহেড়া, হরিতকী,
সজিনাছাল, আমলকী,
দেবদারু আর ইন্দুরকানি,
সাড়ে চার সাড়ে চার নেবে আনি,
আধসের জলে জ্বাল দেবে,
আধপো র'লে ঢেলে নেবে,
বিড়ঙ্গের গুঁড় এক ছ' আনি,
পিঁপুল চূর্ণ চারি আনি,
মিশাল ক'রে খেলে পরে,
ক্রিমিরোগ শিগ্গির সারে । ১

খর্জুর কাথঃ ।

কাথং খর্জুর পত্রাণাং স্ফোদ্র মুষিতং নিশি ।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিস্তমশেষতঃ ॥ ২

(অনুবাদ)

খেজুর পাতা দুই ভরি,
আধসের জলে সিদ্ধ করি,
আধপো থাক্তে নামিয়ে নাও,
বাসি ক'রে রেখে দাও ।
মধুদিগ্ধে ঐ বাসি জল ।
খেলে ক্রিমির শীঘ্র ফল । ২

পলাশযোগঃ ।

পলাশবীজ স্বরসং পিবেদ্বা স্ফোদ্র সংযুতম্ ।
পিবেৎ তদ্বীজ কঙ্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ॥ ৩

(অনুবাদ)

পলাশ বীজ বেটে ধোলে,
কিছা ঐ রস আর মধু খেলে,
ক্রিমি সব নষ্ট হয় ।
মুনিজনে ইহা কয় । ৩

মুষ্টিযোগ ।

পারাসীয় যমানীপীতা পশুঘৃষিত বারিণাপ্রাতঃ
গুড়পূৰ্ণা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু । ১

(অনুবাদ)

সকালবেলা গুড় খেয়ে,
ধোঁরাসানি ঘোঁয়ান গালে দিয়ে,
তা'র পর বাসি জল খাও,
ক্রিমি যদি সারা'তে চাও । ১

পারিভদ্রস্ত পত্রোথং রসং ক্ষৌদ্রযুতঃ পিবেৎ ।
কেবুকস্ত রসংবাপি পত্নু রস্তাথ বা পুনঃ ॥ ২

(অনুবাদ)

সাক্ষি শাক রস রগ্রে নিয়ে,
কেউ পাতার রস তাতে দিয়ে,
পাল'তে মাদারেরও পাতা আনি'
ক'রবে রস একটু খানি,
মধুর সহিত মিশিয়ে নিয়ে
সবগুলি খাও চুমুক দিয়ে,
ক্রিমি রোগ যাবে সেরে ।
শিগ'গির এতে ফল ধরে ॥২

লিহাৎ ক্ষোভেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহর পরম্ । ৩

(અનુવાદ)

হু' আনা ভ'র দিনে হু'বার
বিড়ঙ্গ চূর্ণ মধু আর,
সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়
বড় জোরে শাস্ত্রে কয় ১৩

अपक्वः क्रमूकः पिष्टुः पीतः जम्बीरजै रसैः ।

নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জুর জন্তয়োঃ ॥৪

(অন্তর্বাদ)

বেটে নাও কাঁচা সুপারি ।
গোঁড়া লেবুর রস তা'র মিশাল করি'
সেবন কর ক্রিমি যাবে,
শিগ্গির শিগ্গির আরাম পাবে ।
খেজুর পাতার রস লেবু দিয়ে
খেলে ক্রিমি যায় পড়িয়ে । ৪

পিবৎ তুষ্ণীবীজচূর্ণং তত্রৈণ ক্রিমি নাশনম্ । ৫

(অনুরাদ)

তিত্ লাউএর বীজের গু'ড়।
ঘোলের সহিত মিশাল কর,

সেবন কর ক্রিমি রোগ

শিগ্গির সারে এমনি যোগ । ৫

নারিকেল জলং পীতং সন্কৌদ্রং ক্রিমি নাশনম্ । ৬

(অনুবাদ)

নারিকেলের জল মধু দিয়ে

খেলে ক্রিমি যায় পড়িয়ে । ৬

যমানীং লবণো পেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উথিতঃ ।

অজীর্ণ মানবাতঞ্চ ক্রিমিজাংস্চ জয়েদগাদান ॥ ৭

(অনুবাদ)

খোরসান বোয়ান সৈন্ধব লুনে

বেটে খেও ক্রিমি-অজীর্ণে ।

সকাল বেলায় নিয়ম খাওয়া ।

আমবাতেও যায় ফল পাওয়া ॥ ৭

প্ৰীহ-যক্ৰদাধিকাৰঃ ।

—:~:—

ৰোহিতকাদিঃ ।

ৰোহিতকাভয়াকাথং কণাক্ষাৰ সমন্বিতম্ ।

প্ৰীহ যক্ৰং প্ৰশান্ত্যৰ্থং পিবেৎ প্ৰাতৰ্যধা বলম্ ॥ ১

(অনুবাদ)

ৰোড়া, হতু কী এক এক ভরি,

নাওগে আগে ওজন কৰি’

আধ সের জলের শেষ আধ পোয়া

যবক্ষাৰ, পিঁপুল চূৰ্ণ দিয়া

সকাল বেলা পান কৰ,

পীলে-যক্ৰতে উপকাৰ বড় ।১

শোভাজন কাথঃ ।

শোভাজনক নিযুঁহং সৈন্ধবাগ্নি কণান্বিতম্ ।

প্ৰীহনি চৈব যক্ৰতি পিবেৎ স্নেহীৰ্যধাবলম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

দু’ভরি সজিনাৰ ছাল নিয়ে ।

আধ সের জলে চাপিয়ে দিয়ে,

আধ পো থাক্তে নামিয়ে নাও,
চিতা, পিঁপুল চূর্ণ তা'তে দাও ।
দিন কতক খাও এই কাথ,
পীলে-যক্ল হবে নিপাত ॥২

মুষ্টিযোগ ।

তাল পুষ্পোদ্ভবঃ ক্কারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ ।১

(অনুবাদ)

তালজটা অন্তর্ধূমে
ভস্ম ক'রে ক'রবে ক্কার,
পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে
প্লীহায় কাজ করে চমৎকার ।১

চিত্রকস্য মূলং পিষ্টা কুহা তু বটিকাত্মকম্ ।
কদলীপকমধেন ভক্ষণাৎ প্লীহ নাশনম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

চিতার মূল জ'লে বাটি'
এক এক রত্তি কর বটি,

কলায় পুৱে এৱ তিন বড়ি'
খেলে যায় গো প্ৰীহা সান্নি । ২

গুড়ৈ চিত্ৰক মূলং বা ব্ৰজনাৰ্কদলং তথা ।
ধাতকী পুষ্প চূৰ্ণং বা প্ৰত্যেকং প্ৰীহ নাশনম্ ॥৩

(অনুবাদ)

আকন্দ গাছৰ পাকা পাতা,
হলুদ, ধাইফুল আৰু চিতা
পুৱান গুড়ৈৰ সঁহিত ভক্ষণ কৰ
প্ৰীহায় উপকাৰ হ'বে বড়ি । ৩

ব্ৰসেন জম্বাৰ ফলস্য শঙ্খনাভি ব্ৰজঃ পীতমশেষ মেব
কৰ্ষ প্ৰমাণং শময়েৎ সমূলং প্ৰীহাময়ংকুৰ্ম সমানমাশু ॥৪

(অনুবাদ)

শঙ্খনাভিৰ গুড় আৰু তোলা
গোঁড়া লেবুৰ বসে হ'বে গোলা,
শিগ্গিৰ প্ৰীহা সাৰ্বে এতে ;
নিয়ম ক'ৰে দিনকতক খেতে ॥৪

লগুনং পিপ্পলীমূলম তয়াঐধেব ভক্ষয়েৎ ।

পিবেদ্ গোমূত্র গণ্ডুষং প্লীহ রোগ নিবৃত্তয়ে ॥৫

(অনুবাদ)

রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নাও,
পিপুলের মূল তা'তে দাও ,
হতুকী সহ মিশিয়ে নিয়ে
পীলে হ'লে দাও খাওয়াইয়ে,
চোণা দিয়ে খেতে ব্যবস্থা কর ।
প্লীহায় উপকার হবে বড় ।৫

প্লীহজিৎ শরপুঞ্জায়াঃ কক্কন্তক্রেণ সেবিতঃ । ৫

(অনুবাদ)

শরপুঞ্জ বাটা আধভরি
আধপোয়া ঘোল এক করি,
প্লীহারোগে ব্যবস্থা কর,
শিগ্গির উপকার হবে বড় । ৬

টোট্কা ।

পলাশক্ষারের জলে ভাবনা দিয়ে
পিপুলের গুঁড় তায় মিশিয়ে,

অবস্থা বুঝে দাওগে খেতে,
শ্রীহার্য উপকার ছ'দিন যেতে ।
অগ্নি উদ্দীপক, রসায়ন,
গুল্মে খেতেও মূণি কন । ৭

কাল তিল আর সৈন্ধব নিয়ে,
যকৃতরোগে দাও খাওয়াইয়ে । ৮

শ্রীহানং যকৃতং বৃদ্ধং মূত্রশ্বেদৈরুপাচরেৎ । ৯

(অনুবাদ)

শ্রীহা-যকৃতং বড় হ'লে,
চোণার শ্বেদে ফল মিলে । ৯

নাট্টা করঞ্জের মূলের ক্ষার
কাঁজির সাহিত সাতবার
বস্ত্রপূত ক'রে নাও
বিটুন্ন আর পিঁপুলের চূর্ণ তা'তে দাও ।
প্রাতঃকালে পান ক'রবে ।
পীলে যকৃত রোগ সারবে । ১০

পাণ্ডু-কামলা চিকিৎসা ।

ফলত্রিকাদিঃ ।

ফলত্রিকামৃতা বাসা-তিক্তাভূনিষ্মনিষ্মজঃ ।

কাথঃক্লেদ্রযুতো হৃতাং পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥ ১

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, বাসক, হরিতকা,
নিমছাল, কটাক, আমলকী,
চিরাতা, বাসক । মাশয়ে নাও,
মাতাশ কুঁচ এক ধান ওজন দাও ;
মধুর সাহত পান কর,
পাণ্ডু-কামলায় উপকার বড় । ১

বাসাদিপাচনম্ ।

বাসামৃতা নিষ্ম কিরাত কটু-কষায়কোহয়ং
সমধুনিপীতঃ ।

সকামলং পাণ্ডুমথাস পিত্তং হলীমকং হস্তি
কফাদি রোগান্ ॥ ২

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ,—গাঁট বাদ দিয়ে,
বাসক, নিমছাল, চিরাতা নিয়ে,
আর কটকী তাতে নিও,
আটত্রিশ কুঁচ একধান ওজন দিও ;
মধুর সহিত কর পান ।
পাণ্ডু, কামলা চ'লে যান । ২

মুষ্টিযোগ ।

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়াচ হরিতকী । ৩

(অনুবাদ)

গুড়ের সহিত হতুকীর গুঁড়
পাণ্ডুরোগে ব্যবস্থা কর । ৩

সপ্তরাত্রংগবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যায়োরজঃ ।

পাণ্ডুরোগ প্রশান্ত্যর্থং পয়সার্থ পিবেন্নরঃ ॥ ৪

(অনুবাদ)

গোমূত্রের তাবনা লোহ চূর
পাণ্ডুরোগ করে দূর ।

* সাত দিন চোণায় ভিজিয়ে নিও ।
 দুধের সহিত খেতে দিও । ৪

টোট্কা ।

নিমছালের রস মধু দিয়ে
 কামলা হ'লে ফেল খেয়ে । ৫

গোরক্ষচাকুলে আর তেউড়ী মূলে
 চিনির সহিত মিশিয়ে খেলে,
 কিস্মা গুড়ের সহিত শুগ্গী সেবন,
 কামলা রোগ হয় প্রশমম্ । ৬

এরও তৈল আর দুধ মিশিয়ে
 পাণ্ডুতে দাও জ্বালাপ দিয়ে । ৭

হন্তুকী, আমলা, বয়ড়া নিয়ে
 এগার আনা ওজন দিয়ে,

সন্ধ্যা বেলা ভিজিয়ে রাখ,
সকাল বেলা সে জল ছাঁক,
মধুর সহিত এই জল খেলে,
কামলা রোগে স্ফল মেলে । ৮

গুলঞ্চর রস মধুর সহিত
কামলা রোগে ব্যবহা উচিত । ৯

দারু হরিদ্রা ভিজিয়ে রেখে দাও,
মধুর সহিত সে জল খাও । ১০

উদর চিকিৎসা ।

—:—

পুনর্নব্বাদি পাচনম্ ।

পুনর্নব্বাদি দারুনিশা সতিক্তা পটোল পক্ষা পিচুর্মদ্যুস্তা ।
সনাগরচ্ছিন্ন কুহেতি সর্বঃ কৃতঃ কষায়ো বিধিনা
বিধিষ্টৈঃ ॥

ଗୋମୂତ୍ର ଯୁଗ ଶୁଗ୍‌ଶୁଲୁନା ଚ ଯୁକ୍ତଃ ପୀତଃ ପ୍ରଭାତେ
 ନିୟତଂ ନରାଣାମ୍ ।
 ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୋଧୋଦର କାସ ଶୂଳ ଶ୍ଵାସାସ୍ଥିତଂ ପାଞ୍ଚୁଗଦଂ
 ନିହନ୍ତି ୧

(ଅନୁବାଦ)

ଯୁତା, ନିମଛାଳ, ଖୁଠ, କଟକି,
 ଦାରୁହରିଡ଼ା, ପୁନର୍ବା, ନତି, ହତୁକୀ,
 ଆର ଶୁଳଘ ଗାଁଟ ବାଦ ଦିୟେ
 ଏକୁଶ ରତି ଏକ ଧାନ ଓଞ୍ଜନ ନିୟେ,
 ଚୋମା ଆର ଶୁଗ୍‌ଶୁଲ ଦାଓ ଗେ ତା'ତେ
 ସକାଳ ବେଳା ଦାଓ ପାନ କର୍ତ୍ତେ ।
 ଶୋଧ ଉଦର ଶ୍ଵାସ ପାଞ୍ଚୁ ରୋଗ,
 ଆର କାସ ସାରେ ଏମିନି ଯୋଗ । ୧

ପୁନର୍ବାୟିକ ପାଚନମ୍ ।

ପୁନର୍ବା ନିଷ୍ଠ ପଟୋଳ ଶୁଣ୍ଠା ତିକ୍ତାୟତା ଦାରୁଭୟା
 କଷାୟଃ ।
 ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୋଧୋଦର କାସଶୂଳ-ଶ୍ଵାସାସ୍ଥିତଂ ପାଞ୍ଚୁଗଦଂ
 ନିହନ୍ତି ॥ ୨

• (ଅନୁବାଦ)

ନିମ୍ବ, ପଲତା, ଖୁଠ, କଟକି,
 ଶୁଳଘ, ଦେବଦାରୁ, ହରିତକୀ,

আর নাও শ্বেত পুনর্নবা,
সিকি ভরি সব ওজন দেবা,
শোথ-উদর, শূল, পাণ্ডু, কাস,
শিগ গির শিগ্গির হয় নাশ । ২

মুষ্টিযোগ ।

বাতোদরী পিবেত্ত্বক্ৰং পিপ্ললীলবগাবিতম্ ।
শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ॥
যমামী সৈন্ধবাজাজী ব্যাঘযুক্তং কফোদরী ।
ক্ষাষণক্ষার লবণৈযুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী ॥ ৩

(অনুবাদ)

পিপ্পল সৈন্ধব এক ক'রে'
ঘোল খেতে দাও বাতোদরে ।
পিত্তজ্বরে মরিচ চিনি,
নিয়ে খাও ঘোল কহেন মুণি ।
কফোদরে সৈন্ধব-জীরা,
আর ক্ষানিকটা যোয়ান গুঁড়া,
ঘোলের সহিত মিশিয়ে খেলে,
দেহের ভার যায়—রুচি মেলে । ৩

অথ রক্তপিত্তাধিকার ।

— ৐ঃঃঃঃ ৐ —

বাসকযোগঃ ।

বৃষ পত্রাণি নিষ্পীড়্য রসং সমধুশর্করম্ ।
পিবেন্তেন শমংঘাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্ ॥ ১

(অনুবাদ)

বাসক পাতা রস নিঙারি,
ওজন কর দুই ভরি,
মধু চিনি তা'তে দাও,
রক্ত পিত্ত রোগী খাও । ১

বাসক ক্কাথঃ ।

কেবলো বাসক ক্কাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা ॥ ২

(অনুবাদ)

বাসকের ছাল দুই ভরি,
ওজন কর ভাল করি,
আধসের জল, আধপো শেষ,
মধু দিয়ে লাগ্বে বেশ ।

ক্ষয় কাস, রক্তপিত্ত রোগ,
শিগ্গির সারে এমনি যোগ । ২

মুষ্টিযোগ ।

সমাক্ষিকঃ ফল্লফলোদ্ভবো বা পীতো রসঃ
শোণিতমাত্ত্বহস্তি । ৩

(অনুবাদ)

ছ' ভরি গুঁড় যজ্জডুম্বর,
মধু দিয়ে কর মধুর,
দিন ছ' চারি খাও এ সত্ত্ব,
সেরে সাবে রক্তপিত্ত । ৩

অভয়া মধু সংযুক্ত। পাচনী দীপশীমতা ।
শ্লেষ্মানং রক্তপিত্তঞ্চ হস্তি শ্লাতিসারবুৎ ॥ ৪

(অনুবাদ)

হরিতকী নাও মধুর সহিত,
রক্ত পিত্তে ব্যবস্থা উচিত ।
অগ্নি হয়, অতিসার,
শ্লেষ্মা, শূলে হয় উপকার ।

বাসক স্বরসে পথ্যা সপ্তষা পরিভাবিতা ।

রুক্ষা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ ॥ ৫

(অনুবাদ)

বাসক রসে হতু কীর্ত্তি গুঁড়,

সাতটি ভাবনা ব্যবহার কর ।

পিপুল চূর্ণ মধু দাও,

রক্তপিত্তে চেটে খাও । ৫

লাক্ষাচূর্ণং সুরুতং ক্ষোদ্রাজ্য সমন্বিতং সরুলীচম্ ।

শময়তি সোদ্ধত-বমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্ । ৬

(অনুবাদ)

আধতোলা নাও লাক্ষার গুঁড়,

যি আর মধু মিশাল কর,

রক্ত পিত্ত সেরে যায় ।

বমনাদি সমুদায় । ৬

ঘ্রাণ প্রবৃত্তেজলমাণ্ডদেয়ং সশর্করং

নাসিকয়া পয়ো বা । ৭

(অনুবাদ)

দুধ আর চিনি মিশিয়ে নিয়ে,

কিন্ধা চিনি জলে দিয়ে,

নাকের রক্তে নাক দিয়ে ঝাও,
ভাল যদি ক'রতে চাও । ৭

দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বাসর্শকরঞ্চেচক্ষুরসং
হিতং বা । ৮

(অনুবাদ)

কিসমিসের কাথ গাওয়া ঘি,
নাকের রক্তে টানতে দি ।
আকের রসে চিনি নিয়ে,
নাকের রক্তে টান নাক দিয়ে । ৮

নশ্বং দাড়িমপুষ্পোথো রসে। দুর্লভা ভবোহথবা ।
আত্মাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বী নাসিকাকৃত রক্তজিৎ ॥ ৯

(অনুবাদ)

দাড়িম পুষ্প, দুর্লভাধাস,
পলাণ্ডু, আমের আঁটির শাঁস,
এদের রসের টান্লে নশ্ব,
নাকের রক্ত সার অবগা । ৯

রসো দাড়িম পুষ্পস্ত দুর্কারস সমস্থিতঃ
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমস্থিতঃ ॥
যোজিতো নশ্বতঃ ক্ষিপ্ৰং ত্রিদোষমপি দেহিনাম ।
নাসা প্রবৃত্তং রক্তস্ত হৃদাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০

(অনুবাদ)

দাড়িম ফলের রস নাও,
দুর্কার রস তা'তে দাও,
আলতার জল মিশিয়ে নিয়ে,
ভাল ক'রে টান নাক দিয়ে ।

কিহা—আলতার জল রেখে দাও,
হতু কীর জল মিশিয়ে নাও ।
নাক দিয়ে যার রক্ত পড়ে,
টান সে এ যোগ ভাল ক'রে ॥ ১০

নাসাপ্রবৃত্ত রুধিরং যুত ভৃষ্টংলক্ষ্য পিষ্টামামলকম্ ।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণন্ধি মুর্দ্ধি প্রলেপেন ॥ ১১

(অনুবাদ)

আমলকীর গুঁড় ভেজে ঘিয়ে
মাথায় দাও প্রলেপ দিয়ে ।
নাক দিয়ে যার রক্ত পড়ে
এতেই তা'র সুফল ধরে ॥ ১১

অথ যক্ষ্ম-চিকিৎসা ।

—:~:—

অশ্বগন্ধাদিঃ ।

অশ্বগন্ধামৃতাতীকু-দশমূলী বনার্হবা ।

পুষ্করাতিবিষে ব্লতিক্ষয়ঃ ক্ষীররসাশিনঃ । ১

(অনুবাদ)

গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী,
দশমূল বেড়েলা, কুড় তুলি'
বাসক, আতাইচ মিশিয়ে নাও,
এগার রতি একধান ওজন দাও,
আধসের জল তা'র শেষ আধপোয়া,
হ'বারে খাও চুমুক দিয়া ।
ক্ষয়গ্রস্থ রোগী পান কর ।
দিনে দিনে সফল বড় ॥ ১

ত্রয়োদশাঙ্গম্ ।

ধন্যাক পিপ্রলী বিশ্ব-দশমূলী জলং পিবেৎ ।

পার্শ্বশূল জ্বরশ্বাস-পীনসাদি নিবৃত্তয়ে ॥ ২

(অনুবাদ)

ধনে, পিঁপুল, গুঁঠ, দশমূল,
চৌদ্দ রতি দুই ধান কর তুল,

আধ সের জলের শেষ আধ পোয়া,
 ছ'বারে খাও চুমুক দিয়া,
 জ্বর, শ্বাস আর পার্শ্বশূল
 ঘোচে পীনসাদির মূল ॥ ২

মুষ্টি যোগ ।

ঘৃতকুসুমরসলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্ । ৩

(অনুবাদ)

গোরক্ষ চাকুলের মূল বেটে নিয়ে
 ঘি আর মধু তা'র মিশিয়ে,
 কিস্মা—কাকজ্বার মূল ছুধে বাট ।
 যক্ষ্মা রোগে কেবল চাট ॥ ৩

শর্করা মধু সংযুক্তং নবনীতং লিহন ক্ষয়ী ।
 ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে ॥ ৪

(অনুবাদ)

মধু আর নাও চিনি
 তা'তে দাও খানিক ননী
 অথবা— ছুধ ঘি আর মধু নিয়ে
 ক্ষয়ের রোগী খাও মিশা'য়ে ।

শরীর পুষ্ট এতে হয় ।

আয়ুর্বেদে ইহা কয় ॥ ৪

অলঙ্ক রসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবাস্তিহরং পরম্ । ৫

(অনুবাদ)

আলতার রসে মধু দিয়ে

ক্ষয়ের রোগী খাও চাটিয়ে ।

রক্তবমন সাববে এতে ।

দিন কতক হ'বে খেতে ॥ ৫

যষ্ট্যাহবং চন্দনোপেতং সম্যক ক্ষীর প্রপেষিতম্ ।

ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দি নাশনম্ ॥ ৬

(অনুবাদ)

যষ্টিমধু আর রক্তচন্দন

ভালরূপে কর পেষণ,

অল্প আগুনে জ্বাল দাও,

রক্ত বমিতে ইহা খাও । ৬

পারাবত কপি ছাগ কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্ ।
মাংস চূর্ণ মজ্জাক্ষীরৈঃ পীতং ক্লয়হরং পরম্ ॥ ৫

(অনুবাদ)

পায়রা, হরিণ, ছাগ বা বানর,
এদের মাংস ভেজে চূর্ণ কর,
ছাগ দুগ্ধ সহ খেতে দাও,
ক্লয় রোগ ভাল ক'রতে চাও । ৭

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং_সর্পিঃ সর্শকরম্ ।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যোতু যক্ষণুঃ ॥ ৮

(অনুবাদ)

ছাগলের দুধ রোজ খেয়ে,
ছাগল নিয়ে সদা শুয়ে,
ছাগ সেবা, ছাগ দুগ্ধ পানে
যক্ষ্মা রোগে সফল আনে ।
ছাগলের দুধে চিনি দিযে
যক্ষ্মা রোগী ষাও মিশিয়ে । ৮

অথ কাস চিকিৎসা

—:~:—

পঞ্চমূলী কাথ ।

পঞ্চমূলীকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলী চূর্ণ সংযুতঃ ।

রসান্ন মশ্নতো নিত্যং বাতকা সমুদম্বতি ॥ ১

(অনুবাদ)

বেল, শোনা, গাম্ভারী,

পারুল ছাল আর গণিয়ারি

আটত্রিশ কুঁচ এক ধান

কর সবার পরিমাণ

জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,

ছ' বারে ষাও চুমুক দিয়া,

মিশিয়ে নাওগে পিপুলের গুঁড়,

বাতিক-কাসে উপকার বড় । ১

বলাদিঃ ।

বলাদ্বিবৃহতী বাসা-দ্রাক্ষাভিঃকথিতং জলম্ ।

পিত্তকাসাপহংপেয়ং শর্করা মধু যোজিতম ॥ ২

(অনুবাদ)

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারি,

বাসক, কিসমিস মিশাল করি,

আটত্রিশ কুঁচ এক ধান,

এক একটির পরিমাণ,

আধসের জল তা'র আধ পো' রাখ,
 ভাল ঝাকড়া দিয়ে ছাঁক,
 চিনি মধুসহ খাও এই কাথ,
 পিত্ত-কাস হ'বে নিপাত । ২

বাসাদিঃ ।

বাসাস্কুদ্রামৃতা কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা ।
 কাসন্নঃ পিপ্ললীচূর্ণ-যুক্তঃ ক্ষুদ্রশ্বাসংতথা ॥ ৩
 (অনুবাদ)

বাসক, গুলঞ্চ, কণ্টকারি,
 এক একটি চোবটি কুঁচ ওজন করি,
 আধসের জলের আধপোয়া রেখে,
 পিপ্পল মিশাও ভাল ছেঁকে ।
 মধুও একটু মিশিয়ে নিও ।
 জ্বর-কাস, ক্ষুদ্র-শ্বাসে খেও । ৩

পঞ্চকোলম্ ।

পঞ্চকোলৈঃ শ্বতংক্ষীরং কফশ্লংলঘু শাস্ততে ।
 শ্বাস কাস জ্বরং হরং বল বর্নাগ্নি বর্দ্ধনম্ ॥ ৪

গুঁঠ, চৈ, চিতা, পিপ্পলমূল,
 আর মিশিয়ে নাও পিপ্পল,
 আটত্রিশ কুঁচ আর এক ধান দিয়ে,
 ওজন কর এক একটি নিয়ে,
 দুধের সহিত পাক কর,
 খাও জ্বর, কাসে—উপকার বড় ।
 বল-বর্ণ অগ্নি হয়,
 দুধ খেও শেষে শাস্ত্র কয় । ৪

শৃঙ্গাদিঃ ।

শঠী শৃঙ্গী কণাভাগী গুড় বারিদ শাসকৈঃ ।
 সতৈলৈর্কাত কাসোয়া লেহোহয়ম পরাজিতঃ ॥ ৫

(অনুবাদ)

কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পল, শঠী,
 হরালভা, মুতা, বায়ুনহাটি,
 সমান ভাগে সকল গুঁড়,
 পুরাণ গুড়ে মর্দন কর ।
 সরষের তেলে মিশিয়ে নাও,
 বাত জন্ম কাসে এযোগ খাও । ৫

মুষ্টিযোগঃ ।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃত্তাং মধুরৈযুতাম ।

দত্বাদ্ধন কফে তিত্তৈ বিরেকার্থং যুতাং ভিষক ॥ ৬

(অনুবাদ)

পিত্ত জন্ম কাস যা'র

মিশ্রী কিস্বা চিনির সার,

তেউড়ীর কাথ বা ক'রে গুঁড়

খেয়ে ফেলে উপকার বড় ।

গাঢ় কফ হয় যখন,

তেত জিনিসের রস তখন

তেউড়ীর কাথে মিশিয়ে খাও

কিস্বা তেউড়ীর গুঁড় নাও । ৬

মধুবৈজাঙ্গল রসৈঃ গ্রামাক যব কোদ্রবাঃ ।

মুদ্রাদিঘৃষৈঃ শাটকঞ্চ তক্তকৈ ম'নয়্যাহিতাঃ ॥ ৭

(অনুবাদ)

পিত্ত জন্ম কাসে

জাঙ্গল প্রাণীর মাংস রসে,

মুগ ঐক্ভতির ঘৃষ নিয়ে,

তেত তেতশাক বাছিয়ে—

ভাল ধানের চাল ব্যবহার কর,

একপ পণ্যে হিত বড় । ৭

দ্রাক্ষা মধুক ঋজুং রং পিপ্পলী মরিচাশ্বিতম্ ।

পিত্তকাস হরং হোত ল্লিহান্নাশ্বিকসর্পিষা ॥ ৮

(অনুবাদ)

যষ্ঠামপ, পিণ্ডু খেজুর,

পিপ্পল, মরিচ কর চূর,

কিসমিস সমান ভাগে নাও,

ধি আর মধু তা'তে মিশাও,

পিত্তকাস এতে নষ্ট,

খেতেও ইহা নাইক কষ্ট । ৮

পার্শ্বশ্বাসে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মা সমুদ্ভবে ।

পিপ্পলীচূর্ণং সংযুক্তং দশমূলোজ্জলং পিবেৎ ॥ ৯

(অনুবাদ)

দশমূলের কাথে পিপ্পল দিয়ে,

খেলে কাসরোগ যায় সারিয়ে ।

জ্বর, শ্বাস আর পার্শ্ববেদনা,

এ খেলে যায় সব যাতনা । ৯

স্বরসঃ শূলবেরস্ত মাক্ষিকেশ সমন্বিতম্ ।

পায়সেচ্ছাস কাসয়ং প্রতিশ্রায় কঙ্কাপহম্ ॥ ১০

(অনুবাদ)

মধুসহ আদার রসে,

উপকার হয় শ্বাস কাসে ।

মুখ নাক দিয়ে জলশ্রাব,

এ খেলে যায় সে সব ভাব । ১০

কণ্টকারী কৃতঃ কাথঃ সক্রমঃ সর্বকাতহা । ১১

(অনুবাদ)

পিপুল চূর্ণ কণ্টকারীর কাথ

সব রকম কাস হয় নিপাত । ১১

বিভীতকং ঘৃতাত্যক্তং গোশকং পরিবেষ্টিতম্ ।

শ্লিষ্টমগ্নৌ হরেৎ কাসং ক্রবমান্ত্র বিধারিতং ॥ ১২

(অনুবাদ)

আন্ত বগুড়া দিয়ে মাখা

গোবর দিয়ে ক'রবে ঢাকা,

ঘুটের আগুনে সিদ্ধ কর,

বীজ ফেলে মুখের ভিতর ধর ;

হু' একদিনে কাস রোগ,
সেরে যাবে ভাল যোগ । ১২

—————

বাসায়াঃ স্বরসংপুতং কণামান্সিক সংযুতম্ ।

অভ্যাসানুচ্যতে পীড়াপ্যসাধ্যাৎ কাস

রোগতঃ ॥ ১০

(অনুবাদ)

বাসকের রস দুই ভরি,
পিপুলের গুঁড় এক করি'
মধুর সহিত রোজ খেলে,
কাসরোগ যায় শিগ্গির ফেলে । ১০

—————

সমূলং চিত্রককৈব পিপ্পলী চূর্ণকং হরেৎ ।

কাসং শ্বাসঞ্চ হিকাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তম ॥ ১৪

(অনুবাদ)

গুকনা মূলা, চিতামূল,
সমান ভাগে নাও পিপুল,
এদের গুঁড়য় হিকা-কাস,
আর শ্বাস রোগের হয় নাশ । ১৪

—————

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাসং কোলিকং মাংসমেবচ ।

অসাধ্যানুচ্যতে ভুক্ত্য কাশাদভ্যাস যোগতঃ ॥ ১৫

(অনুবাদ)

শ্বেন, ফিঙ্গা পাখীর মাস,

রোজ রোজ খেলে কাসের নাশ । ১৫

মুস্তকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা সুপকং বৃহতীফলম্ ।

যত ক্ষৌদ্রযুতোলেহঃ ক্ষয়কাস নিবহণঃ ॥ ১৬

(অনুবাদ)

পাকা বৃহতীর ফল থেঁতো.

পিঁপুল. কিসমিস আর মুতো ;

যি, মধু দিয়ে সমান করি'

খাও,—ক্ষয় কাস যা'বে সারি' । ১৬

তিগ্ধিড়ী পত্রজঃ কাথো হিঙ্গু মৈন্ধব সংযুতঃ ।

দুষ্টকাসং ক্ষয়ত্যাশু তৃণবৃন্দ মিবা নলঃ ॥ ১৭

(অনুবাদ)

তৈঁতুল গাছের পাতার কাথ

হিং মৈন্ধবে কাস নিপাত । ১৭

অথ হিকাখ্যাসাধিকারঃ ।

— :: —

রান্নাদিঃ ।

রান্না দশমূলী শঠী পিঙ্গলী বিশ্ব পৌকরৈঃ ।
শৃঙ্গীতামলকী ভার্গী ওড়ুচী নাগরায়িত্তিঃ ।
খাস হৃদগ্রহ পার্শ্বাতি হিকা কাস প্রশান্তয়ো ৷১

(অনুবাদ)

কাকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিঁপুল,
ভুঁই আমলকী, দশমূল,
রান্না,, শঠী, কুড়, মুতা,
বামনহাটি, ওলঞ্চ, চিতা
ন' রতি ওজন ক'রে নাও,
আধ সের জলে চাপিয়ে দাও,
আধ পো থাকতে নামিয়ে নিয়ে
খাস, কাস, হিকায় খাও বুঝিয়ে ।
“রান্নাদি” নাম এর হয় ।
পার্শ্ব শূল হৃদ্রোগ নষ্ট হয় ৷ ১

নাগর কাথঃ ।

না গরং বা পিবেদুষ্কং কষায়কণ্ঠি বর্জনম্ ।
কাস খাসানিল হরং শূল হৃদ্রোগ নাশনম্ ॥২

(অনুবাদ)

গুঁঠের গুঁড়ু দুই ভরি
 আধ সের জলের আধপোয়া করি'
 পান করগে গরম গরম
 শ্বাস, কাস শূল পড়বে নরম ।২

বিদ্বাদিঃ ।

বিদ্বাট রুষদল বারি সমূল গুরু দণ্ডোৎ-পলোৎপল
 জলং কটু তৈল মিশ্রম্ ।
 ভার্গী ওড়ো যদিচ তত্র হত প্রভাবন্তঃ শ্বাসমাশু
 বিনিহন্তি মহা প্রভাবম্ ॥
 বিদ্ব বাসকয়োঃ পত্রাশু গুরু দণ্ডোৎপল পত্রাশুচ
 শ্বরসঃ কটু তৈলেন পেয়ঃ ॥৩

(অনুবাদ)

বিদ্ব, বাসক, শ্বেত থূলকুড়ি,
 উৎপলের রস এক করি,
 সরষের তেলে খায় মিশিয়ে,
 শ্বাশের কষ্ট যায় চলিয়ে । ৩

হরিদ্রাদিঃ ।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষা শুভ্রং রান্নাং কণাং শঠীম্ ।
জহাৎ তৈলেন বিলিহন স্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥ ৪

(অনুবাদ)

হলুদ, মরিচ, পুরান শুড়,
রান্না, শঠী, পিপ্পল চূর,
আর কিসমিস সমান নিয়ে,
সরষের তেলে নাও বাটিয়ে,
লেহন কর অবিরত,
স্বাসের কষ্ট ঘুচবে যত । ৪

পিপ্পল্যাদিঃ ।

কৃষ্ণামলক শুষ্ঠীনাং চূর্ণ মধুসিতা স্নাতম্ ।
মুহমুহ প্রয়োক্তব্যং হিকাসাস নিবর্হণম্ ॥
হিকাং হরতি প্রবলাং স্বাসমতি প্রবৃদ্ধং জয়তি ।
শিথিপুচ্ছ ভগ্ন পিপ্পলী চূর্ণং মধু মিশ্রিতং
লীঢ়ম্ ॥ ৫

(অনুবাদ)

পিপ্পল, আমলকী, শুষ্ঠের শুড়,
ঘি. চিনি. মধু, মিশ্রাল কর,

যদি খাও বারম্বার,
 হিকার হবে প্রতিকার ।
 ময়ূরপুচ্ছ ভাঙ্গ পিঁপুল চুর,
 মধুর সহ হিকা দূর ।
 আসও যদি হয় প্রবল,
 খেলে তখনি পাবে সফল । ৫

মুষ্টিযোগ ।

কোল মজ্জাজনং লাজ্জা তিক্তাকাঞ্চন গৈরিকম্ ।
 ক্রমাধাত্রী সিভাশুদ্রী কানীশং দধিনামচ ॥
 পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং ক্রমাঃ খর্জুর মস্তকন্ ।
 ষড়্ভেতে পাদিকালেহা হিকারো মধু সংযুতাঃ ॥ ৬

(অন, বাদ)

- ক । কুলের আঁটির শাঁদ সোবীরাঞ্জন,
 মধু আর নাও খয়ের চুরণ,
 হিকারোগে উপকারী,
 যখন তখন ব্যবস্থা এরি ।
- খ । স্বর্ণ গেরিমাটি আর কট্কির শুঁড়,
 মধুর সহিত মিশাল কর,
 হিকারোগে এও ব্যবস্থা,
 বিবেচনা ক'রে অবস্থা ।

- গ। আমলকী, পিঁপুল, গুঁঠের গুঁড়,
চিনি, মধুসহ উপকার বড় ।
হিকা যখন হয় প্রবল,
এটি দিলেও পা'বে সুফল ।
- ঘ। কদবেলের শাঁস, হিরাকস,
মধুসহ খেলে হিকা বশ ।
- ঙ। পারুল গাছের ফল ফুল মধু,
হিকায় খেলে উপকার শুধু ।
- চ। পিঁপুল, মধু, খেজুর মার্জিত,
হিকারোগে ফল অতি । ৬

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্ললী শর্করান্বিতা ।

নাগরং গুড়সংযুক্তং হিকায়ঃ নাবনত্রয়ম ॥ ৭

(অনুবাদ)

যক্ষীমধু, মধু দিয়ে,
পিঁপুল চূর্ণ, চিনি নিয়ে,
গুঁঠের গুঁড় আশের গুড়ে,
নস্ত্রে হিকার উপকার করে । ৭

স্তম্ভেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নশ্রং বালস্তকাস্থনা ।

যোজ্যং হিকাভিভূতায় স্তম্ভং বা চন্দনান্বিতম্ ॥ ৮

(অনুবাদ)

মাছির বিষ্ঠা, দুগ্ধ স্তম্ভ,

এর নুস্ত্রে হিকা শূন্য ।

মাছির বিষ্ঠা আলতার জল,

নশ্র ক'রলে হিকায় ফল ।

স্তম্ভদুগ্ধে রক্তচন্দন,

য'সে নশ্র কর গ্রহণ ।

হিকারোগে উপকার,

আয়ুর্কোদের এ প্রচার ।

অপ্যসাধ্যং নয়ত্যস্তং হিকাং ক্ষৌদ্রাবলেহনম্ ।

সস্ত এব মহাযোগঃ কাশ মূল ভগ্নং রজঃ ॥ ৯

(অনুবাদ)

কেশের মূল চূর্ণ মধু মেড়ে,

খেলে যায় গো হিকা সেতে । ৯

মাষচূ ভিষো ধূম হিকাং হস্তি ন সংশয়ঃ । *

অসাধ্যং সাধয়েদ্ধিকাং সিতৈয়লাভবং রজঃ ॥ ১০

(অনুবাদ)

মাষকলাই চূর্ণের ধূম নাও,
ছোট এলাচের গুঁড়ো চিনি মিশাও ;
ভক্ষণ কর প্রতিদিন,
হিকারোগ হবে লীন । ১০

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীচ মধুযুতং মুহুঃ ।

নিহস্তি প্রবলাং হিকামসাধ্যামপি দেহিনাম্ ॥ ১১

(অনুবাদ)

চিনি আর মরিচের গুঁড়ো,
মধুর সহিত মিশাল কর ;
খেতে দাও হিকারোগে,
হিকা সারে এই যোগে । ১১

হিকায়ঃ কদলী মূল রসঃ পেষ্য সশর্করঃ ॥ ১২

(অনুবাদ)

কদলী মূলের রস মধুর সহিত,
হিকা রোগে ব্যবস্থা উচিত ॥ ১২

অভয়া নাগর ককং পৌষ্কর বাবশুক য়িচ ককং বা ।
ভোরেনোক্ষেন পিবেচ্ছাসী হিকিচ তচ্ছাত্তৈঃ ॥ ১৩

(অনুবাদ)

হতুকী শুঁঠ গরম জলে,
বেটে খাও হিকা খাস হ'লে ।
কুড়, য়িচ, ববক্ষার,
গরম জলে বাটা আর ।
এতেও উপকার হয় জানি
হিকা আর খাস যখনি ॥ ১৩

কৰ্ষং কলিঙ্গ চূৰ্ণং লীচং চাত্যন্ত মিশ্রিতং বধুনা ।
অচিরাকরতি খাসং প্রবলামূৰ্জ হিকাঈকৈব ॥ ১৪

(অনুবাদ)

আধ তোলা ইন্দ্রযবের শুঁড়ো,
মধু দিয়ে মিশিয়ে মাড়,
সব টুকু ফেল ধেয়ে,
হিকা-খাস যায় পালিয়ে ॥ ১৪

গুড়ং কটু তৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ ।

ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন শ্বাসঃ নিশ্চলতো জয়েৎ ॥ ১৫

(অনুবাদ)

সর্ষপ তৈল গুড় পুরাতন,

সমান ভাগে কর লেহন ।

একপ করলে একুশ দিন ।

শ্বাসের কষ্ট হয় বিলীন ॥ ১৫

কুম্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্ত পেয়ং কোকেন বারিণা ।

শীঘ্রং প্রথময়েচ্ছাসং কাসট্বেব সুদারুণং ॥ ১৬

(অনুবাদ)

দিশি কুমড়োর শ্বাসের গুঁড়ো

গরম জলে পান কর ।

যত কষ্ট হোক না কেন

শ্বাস, কাস যাবে নিশ্চয় জেন ॥ ১৬

রুক্ষা সৈন্ধব চূর্ণং শ্বরসেন শৃঙ্গবেরস্ত ।

ষো লেহি শয়নকালে সজয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান ॥ ১৭

(অনুবাদ)

আদার রস আর সৈন্ধব লবণ,

তাতে দিয়ে পিপুল চূর্ণ,

সাত দিন খাও শয়নকালে,

শ্বাসের কষ্ট যাবে চলে ॥ ১৭

অথ স্বরভেদ চিকিৎসা ।

বদরী পত্র কঙ্ক বা ঘৃত ভৃষ্টং সসৈন্ধবম্ ।

স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্ররোজয়েৎ ॥১

(অনুবাদ)

কুলের পাতা সৈন্ধব গবণ,

দিয়ে ভেজে কর সেবন ।

স্বরভঙ্গঃ সদ্যঃ হরে,

কাস রোগে স্রুফল ধরে ॥১

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ ।

মধু সর্পিযুতং লীঢ়াং স্বরভেদমপোহতি ॥ ২

(অনুবাদ)

হলুদ, আমলা, ঘবক্ষার,

বন জোয়ান, চিতা, আর,

মেড়ে ঝাও দি মধু দিয়ে,

স্বরভঙ্গ যায় সারিয়ে ॥২

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্ব ভেষজং ।

পিবৈগ্ধত্বেন মতিমান্ কফজে স্বরসংকরে ॥৩

(অনুবাদ)

গুঁঠ, মরিচ, পিপ্পল মূল,

চূর্ণ কর আর পিপ্পল,

সমান ভাগে সবটি নাও,

গোমুত্রে মেড়ে খাও ।

শ্লেষ্মার স্বরভঙ্গ হয় যদি,

এটি তার মহৌষধি ॥৩

অথ রোচকাধিকারঃ ।

রসালা ।

অর্দ্ধাটকং সূচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্ন খণ্ডস্য

ষোড়শ পলানি শলিপ্রভস্ত ।

সপি পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্মং শুষ্ঠ্য

পলার্দ্ধাপি চার্দ্ধপলং চতুর্গম্ ॥

শুক্লোপলে ললনয়া মৃহ পাণি ঘৃষ্টা কর্পূর চূর্ণ

স্বরভিকৃত ভাণ্ড সংস্থা ।

এবা বৃকোদর কৃত্য সুরসা রসালা আশ্বাদিতা

ভগবতা মধুহৃদনেন ॥

রসালা বৃংহনী বৃষ্ণা স্নিগ্ধা বল্যা কুচিপ্রদা ।

ততঃ খাদেৎ অত্র দগ্নো ন দৈগুণ্যমিতি কেচিৎ ॥১

(অনুবাদ)

দই আটসের, চিনি সিকি,
 দইয়ের সমান মধু মি,
 চার তোলা মরিচ, গুঁঠের গুঁড়ো,
 দারুচিনি একতোলা মিশাল কর ।
 ছোট এলাচের খোসা ছাড়ি,
 তেজপাতা নাগেশ্বর সব এক করি ।
 কর্পূর দিয়ে রেখে ভাঁড়ে,
 রোজ রোজ খাও একটু করে । ১

অগ্নিকা গুড়তোরঞ্চ বগেলামরিচান্নিতম্ ।
 অভক্তচ্ছন্দরোগেনু শস্তং কবড্ধারণম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

তৈঁতুল আর গুড় মিশান জলে,
 দারুচিনি, এলাচ, মরিচ গুলে ;
 কবল কর উপকার হবে,
 অরুচি প্রবল দেখবে যবে । ২

বিটচূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসস্তবঃ ।
 অসাধ্যামপি সংহতানরুচিং বক্তৃথারিতঃ ॥ ৩

(অনুবাদ)

বিটলবণ, মধু, দাড়িম রসে,
 মিশিয়ে কবল কর ক'সে,

অসাধ্য অরুচি দূরেষাবে,
হাতে হাতে ফল পাবে । ৩

কারব্যাজাজী মরিচং দ্রাক্ষা, বৃক্ষান্নদাড়িমম্ ।
সৌবচলং গুড় ক্ষৌদ্রং সর্কারোচকনাশনম্ ॥ ৪

(অনুবাদ)

জীরা, মরিচ, আমরুল,
দ্রাক্ষা দাড়িম কর তুল ;
বৃক্ষজীরা, সচল লবণ,
গুড় মধু দিয়ে কর মর্দন ।
মিশিয়ে মুখে ধারণ কর,
অরুচিতে উপকার বড় । ৪

কুণ্ডং সৌবচলাজাজী, শর্করা মরিচম্ বিড়ম্ ।
ধাত্তোলা পদ্মকোশীর পিপ্পলী চন্দনোৎপলম্ ॥
লোঞ্চং তেজোবতী পথ্যা ক্রাষণং সমবাগ্ৰজম্ ।
আর্দ্রদাড়িমনির্যাসশাজাজী শর্করা তথা ॥
সতৈলান্নাক্ষিকান্তেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ ।
চতুরোহরোচকান হন্যাব্যাতাণ্ডেকজ সর্বজান ॥ ৫

(অনুবাদ)

কুড়, সচল জীরা, মরিচ, চিনি,
আর বিটলুন সমান আনি ।

কিহা—আমলকী, এলাচ, বেণার মূল,
নীলোৎপল পদ্মকাষ্ঠ পিপ্পল ।
আর তাতে দাও খেত চলন,
তেল মধু দিয়ে কর ধারণ ।

কিহা—লোধ, টৈ, শুঠ, হরিতকী,
যবক্ষার, পিপ্পল, মরিচ কঁকি ।

কিহা—কচি দাড়িম্বের রস, জীরা, চিনি,
ভাল দেখে সকল আনি ।
মধু তৈলে মিশিয়ে নিরে,
অরুচিতে মুখে দাওগে দিবে । - ৫

অথ ছুর্দি চিকিৎসা ।

(বমি)

গুড়ুচ্যাদি ।

গুড়ুচী ত্রিফলানিষ পটোটৈলঃ কথিতংজলম্ ।
পিবেন্নধুযুতং তেন ছুর্দিনশতিপিত্তজা ॥ ১

(অনুবাদ)

গুড়ু, বহেড়া, আমলকী,
নিম্বছাল, পলতা, হরিতকী,

চৌত্রিশ কুঁচ ক'রে ওজন,
আধসের জলের আধপোয়া যখন,
নামিয়ে নিয়ে মধুর সহ,
পিত্তজ বমিতে খেতে দেহ । ১

আত্মান্ধ্যাদি ।

আত্মান্ধি বিশ্ব নিযুঁহঃ পীতঃ সমধু শর্করঃ ।
নিহত্ৰাচ্ছর্দ্যাতীসারং বৈশ্বানরইবাহতিম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

বেলগুঁঠ আর আমের আঁটি,
এক এক ভরি এক একটি,
কাথ করগে আধসের জলের,
আধপো থাকতে নামাও এর,
মধু, চিনি দিয়ে পান কর,
বমি ও অতীসারে উপকার বড় । ২

জন্মাত্র পল্লবশ্চ তং লাজ রজঃ সংযুতম্ শীতম্ ।
শময়তি মধুনাযুতং বমিমতীসার তৃণামূল্যম্ ॥ ৩

(অনুবাদ)

জামের পাতা এক ভরি,
আমের পাতাও ত্রৈলোক্য নরি,

আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,
আধপো থাকতে নামিয়ে নিয়ে,
ঠাণ্ডা হ'লে খইএর গুঁড়,
মিশিয়ে বমিতে পান কর ।
অতীসারের উগ্র পিয়াস,
তা'রও এতে হয় গো বিনাশ । ৩

মুষ্টিযোগ ।

হরিতকীনাং চূর্ণস্থ লিহ্যান্মাক্ষিক সংযুতম্ ।
অধোভাগী কৃতে দোষে জ্বর্দিঃ ক্লিপ্ত নিবর্তনে ॥৪

(অনুবাদ)

হতুকীর গুঁড় মধুর সহ
ক'রলে পরে অবলেহ,
দান্ত খানিক আগে হয়,
বমি যায় তা'র, শাস্ত্র কয় ।৪

চন্দনেনাক্ষ মাত্রেশ সংযোজ্যামলকী রসম্ ।
পিবেন্মাক্ষিক সংযুক্তং জ্বর্দিস্তেন নিবর্ততে ॥৫

(অনুবাদ)

ছ'তোলা আমলকীর রসে
আধ তোলা খেত চন্দন ঘ'সে,
মধু দিয়ে সেবন কর,
বমির উপকার এতে বড় ।৫

কাথঃ পৰ্পটজঃ পীতঃ সন্কোদ্র হৃদ্বি নাশনঃ । ৬

(অনুবাদ)

হ'তোলা কেতপাপড়া আধসের জল,
আধ পোয়া থাক্তে কর নীতল,
মধু একটু মিশিয়ে নাও,
বমির সময় খেতে দাও । ৬

কষায়ো জুষ্ট বুদ্ধস্য সলাজ মধু শর্করঃ ।

হৃদ্যতীসার তুড় দাহ জরুর সং প্রকাশিতঃ ॥ ৭

(অনুবাদ)

ভাজা মুগের কাথ কর,
তা'তে দাও কিছু খইয়ের গুঁড়,
মিশিয়ে নাও তা'তে মধু চিনি,
বমি অতীসার বা'বে জানি ।
পিপাসা, দাহ, জরের কষ্ট,
এসবও হয় এতে নষ্ট । ৭

লাজা কর্পথমধুমাগধি কোষণানাংকোদ্রাতরা

ত্রিকুট ধাতুক জীরকাণাম ।

পথ্যামৃত্য মরিচযাকিক পিঙ্গলীনাং লেহাস্তয়ঃ

সকল বম্যকুচি প্রশাস্তৈঃ ॥ ৮

(অনুবাদ)

কয়েতবেলের শাঁস, খইয়ের গুঁড়,
 পিঁপুল, মরিচ চূর্ণ কর ।
 মধুর সহিত কর লেহন,
 বমি অরুচির যাবে বেদন ।
 হস্তুকী, মরিচ, পিঁপুল, মধু,
 গুঁঠ, ধনে আর জীরা শুধু ।
 কিঞ্চা—মরিচ, মধু, হরিতকী,
 গুলঞ্চ, পিঁপুল কর ফাঁকি,
 মিশিয়ে নিয়ে লেহন কর ।
 বমি অরুচির উপকার বড় । ৮

জাতীরসঃ কপিথস্থ পিপ্পলী মরিচাদিতঃ
 ক্লৌদ্রেণযুক্তং শময়েন্নৈহোদয়ং হৃদীমুষণম্ ॥
 “অত্র জাতী আমলকী ।” ৯

(অনুবাদ)

একতোলা কয়েতবেলের শাঁস তুলে,
 একতোলা আমলকীর রস গুলে,
 পিঁপুল মরিচের কিছু গুঁড়,
 মধু দিয়ে সব মিশাল কর ।
 সেবন করলে এই যোগ,
 শীঘ্র সারে বমির যোগ । ৯

অশ্বখং বকলং শুক্লং দক্ষা নির্ঝাপিতং জলে ।

তজ্জলং পান যাত্রেণ চ্ছর্দিমাশু ব্যাপোহতি ॥ ১০

(অনুবাদ)

অশ্বখের শুক্লো ছাল পুড়িয়া,

কোনও পাত্রে জল রাখিয়া,

সেই জলে উহা মিশিয়ে নাও,

হেঁকে নিয়ে মুখে দাও,

বমি এতে নষ্ট হয় ।

শাস্তিকার ইহা কয় । ১০

অথ তুষা-চিকিৎসা ।

— ২*২ —

ধান্যাক ক্লাথঃ ।

প্রাতঃশর্করয়ো পেতঃকাতো ধাত্যাক সম্ভবঃ ।

জয়েৎ তুষা তথা দাহং ভবেৎ শ্রোতো

বিশোধনঃ ॥ ১

(অনুবাদ)

ছ' তোলা ধনে কুটে লয়ে,

আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,

আধপোয়া থাক্তে নামিয়ে নাও,

সকালবেলা সেই কাথ খাও,

চিনিরসহ মিশিয়ে নিও,
তৃষ্ণা, দাহয় ব্যবস্থা দিও । ১

কাশ্মর্যাদিঃ ।

কাশ্মর্যং পদ্মকোশীরং দ্রাক্ষা মধুক চন্দনম্ ।
বালকঃশর্করা যুক্তঃ কাথঃ পিত্ত তৃষাপহঃ ॥ ২

(অনুবাদ)

বালা গান্তারী, বেণার মূল,
দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন কর তুল,
পদ্মকোষ্ঠ আর নাও যষ্টীমধু,
এই ক'খানি কেবল শুধু,
সাতাশ রতি আর ধান তিনটী,
ওজন ক'রবে এক একটি,
আধসের জলের আবেপোয়া শেষ,
চিনির সহ লাগবে বেশ,
পিত্তাধিক্য পিপাসা বার ।
এযোগ যেন ব্যবস্থা তা'র ।

বারিশীতং মধুযুতং মাকষ্ঠান্ধা পিপাসিতম্ ।
পায়শ্বেদ বাময়েচ্চাপি তেনতৃষ্ণা প্রশাম্যতি ॥ ৩

(অনুবাদ)

মধু মিশিয়ে লীতল জল,
পানে বমন, তৃষ্ণায় ফল । ৩

বটুজিময় ক্ষৌদ্রলাজ নীলোৎপলৈর্দৃঢ়া ।

গুড়িকা বদন্তস্তা ক্লিপ্রং তৃষ্ণা মুদন্ততি ॥ ৪

(অনুবাদ)

বটের বুড়ি, মধু, কুড়,
নীলোৎপল আর থইচুর,
সমানভাগে বড়ি কর,
তৃষ্ণারোগে মুখে ধর । ৪

আত্মজন্ম কষায়ং বা পিবেগ্নাক্ষিক সংযুতম্ ।

ছদ্মিসর্ক্সাং প্রণুদতি তৃষ্ণাকৈবাপকর্ষতি ॥ ৫

(অনুবাদ)

আম বা জামের কচি পাতার,
কাথে একটু দাও মধুর ধার,
বমি, তৃষ্ণা হয় নিবারণ ।
খাওগে ইহা যুনির বচন । ৫

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ ।

—:~:—

সেকাবগাছৌ মণয়ঃ সহায়ঃ শীতাপ্রদেহা

ব্যজনানিলাশ্চ ।

শীতানি পানানি চ গন্ধবাস্তি সর্ষাস্থমূর্ছা স্ব
নিবারিতানি ॥ ১

(অনুবাদ)

অধিক শীতল জলে,
অবগাহনে সুফল ফলে ।
মণিরত্নের হার ধারণ,
গাত্রে উশীর চন্দন লেপন ।
কর্পূরবাসিত জল পান ;
ভাল বাতাস কর দান ।
সকল প্রকার মূর্ছারোগে,
হিত হয় জেন এসব যোগে ।

রক্তজায়াস্ত মূর্ছায়াং হিতঃশীতক্রিয়া বিধিঃ ।
মত্তজায়াং বমেনাদ্যাং নিদ্রাং সেবেদ্ যথা স্থগন্ ।
বিষজায়াং বিষয়ানি ভৈষজ্যানি প্রয়োজয়েৎ ॥২

(অনুবাদ)

রক্ত দেখে মূর্ছা যা'র
শৈত্য ক্রিয়া উপকার তা'র ।
মদ্য পানে মূর্ছা হ'লে,
বমি করালে সুফল মিলে ।
মূর্ছা যা'র বিষের জ্ঞ
বিষই ওষুধ —নথকো অস্ত ৥২

কোলমজ্জোষণোশীর কেশরং শীত বান্ধিণা ।

পীতং মূচ্ছাং জয়েল্লীঢ় কৃষ্ণং বা মধু সংযুতাম্ ॥৩

(অনুবাদ)

কুলের আঁটির শাঁস, বেণার মূল,

নাগেশ্বর আর পিপ্পল,

সমান ভাগে জলে বেটে

মূচ্ছা রোগে খাওয়াও চেটে ।

কিষ্ণা—সহ পিপ্পল চূর

লেহন করলে মূচ্ছা দূর ৷৩

পিবেদু রালভা কাথং সঘৃতং ত্রম শাস্তয়ে ।

ত্রিফলয়াঃ প্রয়োগা বা প্রয়োগঃ পয়সোহ পিবা ।

রসামানঃ কৌন্তুশ্চ সর্পিষো বা প্রশস্যতে ॥৪

(অনুবাদ)

দুর্লাভার কাথে ঘি মিশান

কিষ্ণা—হন্তুকী, আমলা বয়ড়া চূর্ণ,

ত্রম রোগ হয় যা'র

মধু সহ ব্যবস্থা তা'র ।

দুধ এরোগে উপকারী ।

আর দশ বছরের ঘি—শিলাজতু মিশাল করি ৷৪

মহৌষধাদিঃ ।

মহৌষধামৃত্যু ক্ষুদ্রা পৌকর গ্রহি কোত্তবম্ ।

পিবেৎ কণাবৃত্তং কাথং মুচ্ছারোগে মদেযুচ ।৫

(অনুবাদ)

শুঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারি,

পিপুলমূল এক করি’

আধ সের জল তা’র শেষ আধ পোয়া

মুচ্ছারোগে খাও পিপুল চূর্ণ দিয়া ।

মদ রোগও ভাল হয় ।

“মহৌষধাদি” এর কয় ।৫

দ্রাকাদি পাচনম্ ।

দ্রাকাদিতা দাড়িম লাজবস্তি কঙ্কার নীলোৎপল

পদ্মবস্তি ।

পিবেৎ কষায়ানিচ শীতলানি পিত্তজরে যানিচ

দাপয়ন্তি ॥৬

(অনুবাদ)

কিসমিস, দাড়িম, খই, কঙ্কার,

নীলোৎপল, পদ্ম নাওগে আর,

বত্রিশ কুচ ওজন দিবে,

আধ সের জলের আধ পোয়া নিয়ে,

চিনি দিয়ে পান কর
মূছাঁ রোগে উপকার বড় ।
কিছা শীত কষায় খাও পিত্তজরের
তা'তেও উপকার জেন ঢের । ৬

অথোন্মাদাধিকারঃ ।

সংভোজ্য পিকমাংসং বা নিকীতেষাপয়েৎ সুখম্ ।
ত্যাক্ত্বান্বতি যতি ভ্রংশাং সংজ্ঞাসক্কা প্রবুধ্যতে ॥১

(অনুবাদ)

কোকিলের মাংস খাও,
বায়ু নেই যেখানে নিদ্রা বাও ।
নিদ্রা হ'লে ন্বতি ফিরে
যতিভ্রংশ যায় গো দূরে । ১

অপক চটকমীরপান মুন্মাদ নাশনম্ । ২

(অনুবাদ)

চড়ুই পাখীর কাঁচা মাংস
হুধের সহিত শিলায় পেব ;

ব্যবস্থা কর উন্মাদ রোগ
সেহে যা'বে যুগির যোগ ।২

কুশ্মাণ্ডক বীজ কঙ্কঃ পীতো বিনাশয়তাপি ।
উন্মাদ রোগ যুত্যাগ্রং মধুনা দিবস ত্রয়ম্ ॥৩

(অনুবাদ)

দিশি কুমড়ার খাঁস মধু দিয়ে
তিন দিন খাও বেটে নিয়ে
অতি বড় উন্মাদ এতে সারে,
এ টোট্কা রাখ যত্ন ক'রে ।৩

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধোবা তাল শাখজঃ ।
রসোনন্তেহ ভাঞ্জে চ সার্ষপং তৈল মিষ্টতে ॥
বহুং সার্ষপ তৈলাক্ত মুক্তানঞ্চ। তপে ন্যাসেৎ ॥৪

(অনুবাদ)

তাল বাখরার রস মধু দিয়ে,
কিছা মধু না মিশিয়ে,
ছ'তোলা একবারে খেয়ে ফেল,
উন্মাদ রোগ হ'বে ভাল ।
উন্মাদ রোগীর সকল গায়ে
খাঁটি সরষের তেল দাও মাখায়ে ;

তা'র পর হাত পা তা'র বেঁধে দিয়ে
 ঘোঁদে রাধ চিৎ করিয়ে ।
 রোগী যখন অজ্ঞান হ'বে
 বাঁধন তখন খুলে দিবে ।
 ঠাণ্ডা কর ছাষার' পরে
 এতে উন্মাদ রোগী সারে ।৩

পুরাণ অথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরুত দ্বিতঃ ।৪

(অনুবাদ)

পুরাণ ঘৃত সকালে পান
 উন্মাদ রোগ সেবে যান ।৪

কৃষ্ণামরিচ সিদ্ধুথ মধু গোপিত নিশ্চিতম্ ।
 অঞ্জনং সর্ষভূতোথ মহোন্মাদ বিনাশনম্ ॥ ৫

(অনুবাদ)

পিঁপুল, মরিচ, মৈন্ধব লবণ,
 গোরোচনা, মধু কর মিশ্রণ,
 ভূতাবেশ জন্তু উন্মাদ হলে,
 এর অঞ্জে সফল ফলে । ৬

দশমূলানু সস্তুতংযুক্তং মাংস রসেনবা ।

দশিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং বৈককংস্তুতম্ ॥ ৭

(অনুবাদ)

যি কিছা মাংস রস দিয়ে,

দশমূলের কাথ নাও মিশিয়ে.

কিছা—যি, মিশান খেতসরষের গুঁড়,

কিছা—যিই উন্মাদে উপকার বড় । ৭

অথাপস্মার চিকিৎসা ।

—:২:—

প্রয়োজ্যং তৈল লগুনং পরসা বা শতাবরী ।

ব্রহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্কাপস্মার ভৈষজম্ ॥ ১

(অনুবাদ)

তেল, রসুন এক করে,

খেতে দাও অপস্মারে ।

হুধের সহিত শতমূলী,

অপস্মারের ওষুধ বলি ।

ব্রাহ্মীশাকের রস মধু দিয়ে,

অপস্মারে ফেল খেয়ে । ১

যঃ খাদেৎ কীর ভক্তাশী মাক্ষিকেন বচারজঃ ।

অপস্মারং মহাঘোরং স চিরোথং জয়েদ্ধুবম্ ॥ ২

(অনুবাদ)

বচের ঙ্গুড় মধুরসহ,

দুষ্কারভোজী হ'য়ে খেতে কহ,

বহুকালের অপস্মার,

সারবে, সংশয় নাইক তা'র । ২

— — —

মনোহ্র্যতাক্ষজৈব শকুৎপারাবতস্ত চ ।

অজ্ঞনং হস্ত্যপস্মার মুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩

(অনুবাদ)

পায়রার বিষ্ঠা, রসাজ্ঞন,

মনঃশিলা নিয়ে কর অজ্ঞন,

উন্মাদ অপস্মারের প্রশমন ।

এযোগ যেন মুনির কথন । ৩

— — —

যষ্টী হিঙ্গুবচা বক্র শিরীষ লভুনাশয়ৈঃ ।

সাজা মূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে ॥ ৪

(অনুবাদ)

তগরপাছুকা, শিরীষ ফল,

বচ, রসুন, কুড়, নাও সকল ;

হিং আর নাও বষ্টীমধু,
 ছাগমূত্রে পিশে শুধু,
 নস্ত কিম্বা অঞ্জন কর;
 উন্মাদ অপস্মারে ফল বড় । ৪

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।



